বাংলাদেশে রোহিহগা আইনগত অবস্থান ঃ উদ্বাস্তু, রাষ্ট্রহীনতা বেং সামাজিক নিরপত্তাহীনতা

আস্রাফুল আজাদ ১

১) ভূমিকা

ক. সূত্র

রোহিঙ্গা সম্প্রদায় হচ্ছে মায়ানমার রাষ্ট্রের উত্তর রাখাইন প্রদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠী। যদিও কয়েকশ বছর আাগে২ রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের বাসস্থান ছিল রাখাইন প্রদেশে কিন্তু ১৯৮২ সালে মায়ানমার রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব আইনে৩ তাদের বঞ্চিত করা হয়। এর আগে ১৯৭৮ সাল থেকে রোহিঙ্গা সম্প্রদায় বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হয়েছে যেমন বলপূর্বক শ্রম, বেআইনি গ্রেফতার, অনির্দিষ্ট কালের জন্য আটক, নির্যাতন, হত্যা, শ্লীলতাহানি, বাড়িঘের ও মসজিদ ভাঙচুর, গতিবিধির নিয়ন্ত্রণ, উৎখাত, শিক্ষার ওপর নিষেধাজ্ঞা, চিকিৎসা থেকে বঞ্চনা এবং বাধ্যতামূলক জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি। সংখ্যাগুরু বৌদ্ধ সম্প্রদায় এবং রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের শিকার ৪ হওয়ায় বহু রোহিঙ্গা প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে পালিয়ে আসতে বাধ্য হন।

আর্ন্তজার্তিক আইন অনুসারে, রোহিঙ্গা সম্প্রদায় একদিকে যেমন উদ্বাস্তু অন্যদিকে তেমন রাষ্ট্রহীন। ৫ এমনকি অধিকাংশ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আইনগত মর্যাদা থেকে বঞ্চিত। বাংলাদেশ সরকার ১৯৫১ সালের রিফিউজি কনভেনশন (দ্য রিফিউজি কনভেনশন) ৬ আইন অনুমোদন করেনি এমনকি স্টেটলেস কনভেনশন ৭ অথবা দেশীয় আইন যা উদ্বাস্তুদের সামাজিক স্বাকীরোক্তি অথবা তাদের আশ্রয় প্রদান এই দুটো আইনের কোনোটাই প্রণয়ন করা হয়নি। যদিও বাংলাদেশের সংবিধানে সমস্ত জনজাতির প্রতিকার পাওয়ার ব্যবস্থা উল্লেখ আছে, কিন্তু রোহিঙ্গাদের বেলায় বিবিন্ন ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয় যেমন বিনা বিচারে গ্রেপ্তার, আটক রাখা, গতিবিধির নিয়ন্ত্রণ ও জীবিকার ওপর নিষেধাজ্ঞা, শারিরীক ও ভাষাগত অত্যাচার, বিচার ব্যবস্থার এবং তার প্রতিক্রিয়ার ওপর বিধিনিষেধ।

(i) উদ্দেশ্য ও গবেষণা

এই গবেষণায় বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের আইনি অবস্থান সর্ম্পকে তুলে ধরা হয়েছে। এই গবেষণার প্রাথমিক উদ্দেশ্য জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক আইনের বাধ্যবাধকতা এবং বিশেষ করে বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের ওপর তা প্রয়োগ। আরো বিশদভাবে এ গবেষণায় তুলনামূলকভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে বাংলাদেশের আইনের প্রেক্ষাপটে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের ওপর মানবাধিকার প্রসঙ্গে কিছু নির্দিষ্ট প্রয়োগ।

বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের আইনগত ও সামাজিক প্রসঙ্গে যদি অনেক লেখা পাওয়া যায় কিন্তু সেগুলো ভাসাভাসাভাবে পর্যালোচনা। এই গবেষণায় আইনের বিশদ বিশ্লেষণের মাধ্যমে আসল আইনের উপস্থাপনা দ্বারা গভীরভাবে দৈনন্দিন জীবনের আইনের প্রয়োগ ও প্রভাব যথাযথভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই গবেষণায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে; বাংলাদেশ সরকার কি বাধ্য রোহিঙ্গাদের মানবধিকার দিতে? উত্তর যদি হ্যাঁ হয় তাহলে তা কীভাবে? আদই কি অল্পসংখ্যক রোহিঙ্গারা কি বাংলাদেশের নাগরিক্ত পাওয়ার যোগ্য এবং কেন?

১. আশ্রাফুল আজাদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ন্তজাতিক সর্ম্পক বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। আইন বিভাগ থেকে এমফিল, মোনাস বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমসস (আর্ন্তজাতিক সম্পর্ক) এবং বিসস (সান্মানিক)। বেশ কয়েকবছর ধরে তিনি রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করছেন। আগে তিনি বাংলাদেশে এইএনএইচসিআর এ যুক্ত ছিলেন। এই গবেষণায় ওনার নিজস্ব মতামতা প্রকাশিত হয়েছে।

২. পলিসি জার্নাল, খন্ড-২৩, সংখ্যা ৩; ফরতিফাই রাইট্স, পলিসিস অব পারসিকিউসন; এনদিং আবিউসিভ স্টেট করিম, এ রোাহিঙ্গাস ঃ; সিদ্দিকি, এম. এম. আরাকানের মুসলমান, আরাকান হিস্ট্রিকাল সোসাইটি, undated

৩. পার্কার, এল, অন্তবর্তীকালীন মায়ানমারের নাগরিকত্ব সুযোগঃ রোহিঙ্গাদের অধিকার কি ভুলপথে? রিফিউজি ল ইনিশিয়েটিভ ওয়ার্কিং পেপার নম্বর ১৩, ২০১৫

৪. তথায়, আরো দেখুন জারনি, এম এবং কওলি, এ, 'দ্য স্লো বারনিং দেথ অব মিয়ানমারের রোহিঙ্গা', প্যাসফিক রিম ল ও পলিসিস এগেইনিস্ট রোহিঙ্গা মুসলিম ইন মিয়ানমার, ফেব্রুয়ারী, ২০১৪।

৫. কনভেনশন রিলেটিং তু দ্য স্ট্যাটাস অব রিফিউজিস, ১৮৯ উ.ন.তি.এস.১৫০, আরটিকেল ১(এ)(২); কনভেনশন রিলেটিং টু দ্য স্ট্যাটাস অব স্টেটলেস পারসন্স, ৩৬০ উ.ন.তি.এস. ১১৭, ১৯৫৪, আরটিকেল ১(১)

৬. তথায়, কনভেনশন রিলেটিং টু দ্য স্ট্যাটাস অব রিফিউজিস।

৭. দেখুন কনভেনশন রিলেটিং তু দ্য স্ট্যাটাস অব স্টেটলেস পারসন্ত, উপরে টিকা ৫; কনভেনশন অন দ্য রিডাকশন অব স্টেটলেস, ৯৮৯ উ.ন.তি.এস. ১৭৫, ১৯৬১।

আইনি প্রক্রিয়ায়া গলদ যা বাংলাদেশের বসবাসকারী রোহিঙ্গাদের রোজনামচা ওপর প্রভাব ফেলে যেমন গতিবিধির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ জন্মনিবন্ধীকরণ। এভাবে আমরা রোহিঙ্গাদের ওপর বাংলাদেশি আইনের ব্যবহারিক প্রয়োগ ও পুথিগত দিকের জ্ঞান অর্জন করতে পারি।

(ii) প্রণালি বিজ্ঞান

এ গবেষণার মূল উপাদান হচ্ছে আইনি প্রক্রিয়ার যথার্থ পর্যালোচনা করা। এছাড়াও প্রকাশিত বিভিন্ন লেখা এবং সংবাদমাধ্যমে উল্লিখিত সংবাদের সঙ্গে আইনের তুলনামূলক গভীর পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই গবেষণায় উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো ঢাকা ও ব্যংককে অনুষ্ঠিত দুটো কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের প্রাথমিক মতামত স্থাপন। এছাড়া বাংলাদেশে অল্পসংখ্যক মুখ্য সন্ধানদাতার ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল যার ভিত্তিতে আইন ও প্রয়োগের উল্লেখযোগ্য বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

(খ) পটভূমি ঃ বাংলদেশে থেকে রোহিঙ্গাদের প্রস্থান

ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই রাখাইন রাজ্য (পূর্বতন আরাকান) এবং বাংলাদেশ (পূর্বতন বাংলা) এর মধ্যে মাইগ্রেশনের প্রচলন ছিল। ১৪০৪ সালে আরাকানের রাজা নিজের রাজ্য থেকে পলায়ন করে সুলতান আমলে বাংলার রাজধানী গৌড়ে আশ্রয় নেন। ৮ ১৭৮৫ সালে ৯ আরাকান রাজ্য বর্মার রাজা অধিগ্রহণ করে এবং ১৯৪২-৪৩ সালে ১০ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অধিক সংখ্যক উদ্বাস্তু আরাকান রাজ্য থেকে বাংলায় অনুপ্রবেশ করে। ১৯৭৮ সালে বর্মাসেনা 'অপারেশন নাগামিন (ড্রাগন কিং)' অভ্যুদয়ে ২ লাখ ২২ হাজার রোহিঙ্গাদের উত্তর আরাকান থেকে বিতাড়িত করায় প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে আশ্রয় নেন। ১১ পরবর্তীকালে ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে বর্মা এবং বাংলাদেশ সরকারের আলোচনার মাধ্যমে ১ লাখ ৮৭ হাজার ২৫০ জন উদ্বাস্তু পুনরায় বার্মায় ফিরে যায়। ১২

১৯৯১-৯২ সালে সীমান্ত এলাকায় বহুল পরিমাণে সেনাদের উপস্থিতিতে রোহিঙ্গাদের ওপর ব্যাপক নিপীড়ন, বলপূর্বক শ্রম, ধর্ষণ ও হত্যা ঘটে। ফলে প্রায় আড়াইলাখ রোহিঙ্গা মুসলমান বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। ১৩ ১৯৯২ এবং ২০০৮ এর মধ্যে উদ্বাস্তুদের মায়ানমারে ফেরত পাঠানো হয়। ১৪ এটা লক্ষ্যণীয় ১৯৯৭ সালে উদ্বাস্তুদের পুর্নবাসন প্রক্রিয়া সঠিক ছিল না, পরবর্তীকালে জোর ফেরত পাঠানোর ঘটনা ঘটে। ১৫

---

৮. ইগার, এম., দ্য মুসলিমস অব বালমা ঃ এ স্টোরি অব এ মাইনরিটি গ্রুপ, অতো হারাসওরয, ১৯৭২, পৃষ্ঠা ১৮।

৯. তথায় পৃষ্ঠা ২৪।

১০. গ্রুণ্ডি-ওয়ার, সি অ্যান্ড ওয়্যং, ই., 'স্যাঞ্চুয়ারি আণ্ডার এ প্লাস্টিক শিট - দ্য আনরিসল্ভড প্রবলেম অফ রোহিঙ্গা রিফিউজিস'. আইবিয়ারউ বাউণ্ডারি অ্যাণ্ড সিকিউরিটি বুলেটিন, ১৯৯৭, পৃপৃ.৮১-৮৫; আরমেদ, আই. (সম্প), দ্য প্লাইট ওফ দ্য শেততলেস রোহিঙ্গাসঃ রেসপন্সেস অফ দ্য স্টেট, সোসাইটি ও দ্য ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি, দ্যা উনিভারসিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১০। SGrundy-Warr, C., and Wong, E., "Santuary under a Plastic Sheet - The Unresolved Problem of Rohingya Refugees", IBRU Boundary and Security Bulletin, 1997, pp. 81-85; Ahmed, I. (ed.), The Plight of the Stateless Rohingyas: Responses of the State, Society & the International Community, The University Press Limited, 2010.V

১১. মউদুদ, ই.কে.,'রোহিঙ্গা রিফিউজিস ইন বাংলাদেশ; হিস্তোরিকাল পারপেকটিভস অ্যান্ড কন্সিকোয়েনসেস', এই রোগ, র.জে.(সম্প). রিফিউজিসঃ এ থার্ড ওয়ারল্ড ডিলেমা, রোমান ও লিটলফিল্ড, ১৯৯৭।

১২. আব্রার সি. র রি প্রাত্রিয়েশন অব রোহিঙ্গা রিফিউজিস, রিফিউজিটি অ্যাণ্ড রিপ্রাত্রিয়েশন অব রোহিঙ্গা রিফিউজিস, রিফিউজি অ্যাণ্ড মাইগ্রেটরস মুভমেনটস রিসার্চ ইউনিট, ১৯৯৬।

১৩. গ্রুন্দি-অয়ার এবং উওং, ১০।

১৪. আহমেদ, লেখা ১০, পৃষ্ঠা ১০১. আবার দেখুন পাণ্ডনিস, যে 'রোহিঙ্গা রিফিউজিস এই টাফ কন্ডিশনস ইন বাংলাদেশ উনাচকাম্পস' ইউএনএইচসিআর, ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৫। লিঙ্ক দেখুন ঃ http://www.unhcr.org/uk/news/latest/2005/9/43316f084/rohingya-refugees-living-tough-conditions-bangladesh-camps.html

১৫. উপরোক্ত লেখায় গ্রুন্দি-অয়ার এবং উওং, ১০।

গ) উদ্বাস্তু নিবন্ধীকরণ

বর্তমানে বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার নইয়াপারা এবং কুটুপাল শরণার্থী ক্যাম্পে নিবন্ধনকৃত শরণার্থীর সংখ্যা ৩১ হাজার ৯৫৮ জন। বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতায় ক্যাম্প পরিচালনা করে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা উএনএইচসিয়ার SUNHCRV।১৬

এটা লক্ষ্য করা গেছে উদ্বাস্তুদের ফেরত পাঠাবার বিষয়ে যথেষ্ট উদ্বেগ রয়েছে। বিশষ ভাবে উল্লেখযোগ্য বহু উদ্বাস্তুদের ফেরত পাঠানো হয়েছে তাদের মতামতকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে। ১৭ রাখাইন প্রদেশে বাস্তবিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন না হওয়ায় ফেরত পাঠানোর পরও অনেকে আবার সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে চলে আসে। ১৮ যারা পুনরায় অনুপ্রবেশ করে তারা নিবন্ধীকরণে রাজি হয় না অথবা তার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করে না। ১৯ নিয়মমাফিক আইনের অনুমতি ব্যতিত তারা অস্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ করে অথবা বাংলাদেশের বহুগ্রাম ও বস্তিতে বসবাস শুরু করে। এই সব নতুন ও পুরনো সকলেই সরকারি আইন মোতাবেক অনিবন্ধীকৃত উদ্বাস্তু। আনুমানিক ২ লাখ থেকে ৫ লাখ অনিবন্ধনকৃত ২০ রোহিঙ্গা জনজাতি বাংলাদেশে আইনগত পরিচয়হীনভাবে বসবাস করছে। মায়ানমার থেকে পালিয়ে আসার কারণে এই জনজাতির সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০১২ সালে মায়ানমারে জাতিগত দাঙ্গার কারণে রোহিঙ্গাদের অপসারণ ঘটে। এমনকি, ধরে নেওয়া হচ্ছে নভেম্বর ২০১৬ তে যে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে তাতে হাজার হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করেছে। ২১ ইউএনসিএইচআর এর দাবি রাখাইন প্রদেশে দাঙ্গা ও সেনাবাহিনী পরিচালিত নির্যাতনের কারণে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে প্রায় ১০ হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে আসেন। ২২ কক্সবাজার ক্যাম্পে বহু অনিবন্ধিত রোহিঙ্গ দেখেতে পাওয়া যায়। এরকম দুটি ক্যাম্প ঃ একটি কুটুপালঙের সরকারি ক্যাম্প লাগোয়া যাতে থাকেন ২২ হাজারের মতো মানুষ এবং অন্যটি লেখা অঞ্চলে, নয়াপাড়া থেকে ৭ কি.মি. দূরে যেখানে আশ্রয় নিয়েছেন প্রায় ১৪ হাজার মানুষ ২৩ ২০১৬ সালে দাঙ্গার কারণে শরণার্থীর সংখ্যা আরো বেড়ে গেছে। এই শিবিরগুলো ছাড়া অনিবন্ধিত রোহিঙ্গাদের সেরকম দেখতে পাওয়া যায় না। কারণ যারা আগে এসেছিল তারা বাংলাদেশের মূল জনজাতির সঙ্গে মিশে গেছে। ২৪

ঘ) বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের প্রতি আচরণ

যদিও বাংলাদেশ সরকার রোহিঙ্গাদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে কিন্তু আশ্রয় প্রদানে সরকারের সম্পূর্ণ অনীহ। ২৫ বিশেবর অন্যতম জনবসতিপূর্ণ দেশ হওয়ার দরুন এবং মায়ানমারের সাথে জটিল সীমান্ত সমস্যার জন্য বাংলাদেশে সরকার বাড়তি মানুষকে নাগরিকত্ব প্রদারে অসম্মত হয়। ২৬ তথাপি ১৯৭৮ এবং ১৯৯২ সালে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের বাড়বাড়ন্তের সময় বাংলাদেশ সরকার এই রোহিঙ্গাদের সরকারি উদ্বাস্তু শিবিরে গ্রহণ করে। ফলে রোহিঙ্গা জনজাতি ও বাংলাদেশিরদের মধ্যে ধর্মীয়, ভাষাগত ও সংস্কৃতি গত অনেক অসামঞ্জস্য দেখা দেয়।

---

১৬. ইউনাইটেড নেশেন হাইকমিশনার ফর রিফিউজিস (ইউএনএইচসিআর), বাংলাদেশ। http://reporting.unhcr.org/node/2539#_ga=1.61544044.1179433784.1481963632

১৭. উপরোক্ত লেখায় দেখুন গ্রুন্দি-অয়ার এবং উওং, দ্রষ্টব্য ১০, আরো দেখুন দ্রষ্টব্য ১২।

১৮. বর্তমান রাখাইন স্টেট সম্বন্ধে আরো জানতে ওপরে দেখুন ফরতিফাই রাইটস, উপরে দ্রষ্টব্য ৪।

১৯। লেওা, সি, ইনভিসিবল রিফিউজিস ঃ স্টাডি অন দ্য সেলফ-সেটেলড বারমিস রোহিঙ্গাস ইন বাংলাদেশ, অ্যাম্বাসি অব দ্য কিংডম অব দ্য নেদারল্যাণ্ডস, ঢাকা ২০০৮।

২০. ইউএনএইচসিআর, বাংলাদেশে-ফাক্তসিত, সেপ্টেম্বর ২০১৪। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার দেশে 'অনথিভুক্ত মিয়ানমারের ন্যাশনাল জাতি' বসবাসকারী মানুষের প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণ করতে একটি সেন্সাস আয়োজন করেন। যদিও সেন্সাসের পলাফল এখন প্রকাশিত হয়নি। দেখুন জামান, এস. এস., 'নভেম্বর চূড়ান্ত রোহিঙ্গা জনগণনা রিপোর্ট, ঢাকা ট্রিবিউন, ২০ জুন ২০১৬। লিঙ্ক দেখুন ঃhttp://archive.dhakatribune.com/bangladesh/2016/jun/20/final-rohingya-census-report-nov. See, Zaman, S.S., OFinal Rohingya census report by NovO, Dhaka Tribune, 20 June 2016, available at : http://archive.dhakatribune,com/bangladesh/2016/jun/20/final-rohingya-census-report-nov http://archive.dhakatribune.com/bangladesh/2016/jun/20/final-rohingya-census-report-nov. See, Zaman, S.S., OFinal Rohingya census report by NovO, Dhaka Tribune, 20 June 2016, available at : http://archive.dhakatribune,com/bangladesh/2016/jun/20/final-rohingya-census-report-nov

দ্বতীয়াত, ১৯৯২ এর ২৭এর মধ্য থেকে, সাম্প্রতিক কিছু বছর ধরে সরকারা রোহিঙ্গা সংকটের সমাধান বের করতে প্রয়াসী। ওই সময়ের পর নতুন কোনো রোহিঙ্গার গ্রহণযোগ্যতা থাকল না। তৃতীয়ত ২০১০ সাল থেকে সরকার রোহিঙ্গাদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেয়ে। ২৮ পরিশেষে ২০১২ সালের পরে রাখানি প্রদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর সরকারি নির্দেশে বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষী বাহিনী অবিবেচকের মত রোহিঙ্গাদের প্রবেশ বন্ধ করে দেয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯২ সালের মধ্যবর্তী সময়ে সরকার নতুন আগত রোহিঙ্গাদের নিবন্ধন কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। ২৯ নভেম্বর ২০১৬ সালের পর থেকে আসা রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিতে সরকার সরাসরিভাবে অনীহা প্রকাশ করেছে। তবুও অনেক রোহিঙ্গা সীমান্তের ফাঁকফোকর দিয়ে বাংলাদেশ প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে।৩০

শুধু তাই নয় বাংলাদেশের রোহিঙ্গাদের প্রতি বাংলাদেশের জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান বিরুপতা প্রকাশ পাচ্ছে। শুরুর দিকে বাংলাদেশিরা রোহিঙ্গাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সহায়ক ছিলেন; ৩১ কিন্তু ক্রমশ রোহিঙ্গা বিরোধিতার জন্ম নেয় ও বৃদ্ধি ঘটে। ৩২ রোহিঙ্গারা ব্যাপকভাবে চোরাচালান, খুচরা চুরি-ডাকাতি ও মাদকচক্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। কিছু স্থানীয় মানুষ মনে করে রোহিঙ্গারা আঞ্চলিক চাকরির বাজারে এক প্রতিকূল হুমকি। বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাদের অসমবর্ণ বিবাহ প্রচলিত সামাজিক কাঠামোর বিপর্যয় হিসাবেই ধরা হয়। ৩৩ রোহিঙ্গাদের এক মুখপত্র থেকে জানা যায় যে কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলা ও টেকনাফ উপজেলায় রোহিঙ্গাদের প্রতিরো বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছে। ৩৪ আবার এটা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, ২০১৬ সালে যখন মায়ানমারে রোহিঙ্গাদের ওপর ভয়ানক অত্যাচার হচ্ছিল, সেই সময় বাংলাদেশের অনেক ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান তাদের সহায়তা ও সৌহার্দ্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল।৩৫

i). বাংলাদেশের রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বিমাতৃসুলভ আচরণ

বাংলাদেশে নিবন্ধিকৃত রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ও অসুবিধায় পড়তে হয় যা তাদের রোজনামচার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। র্মাক্স আইজ্যাক নামক একজন সাংবাদিক ২০১৫ সালে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু শিবির ঘুরে এই মন্তব্য করেন।

> সেখানে চলাফেরার কোনো স্বাধীনতা নেই এবং এক ভীতির পরিবেশে তারা জীবনধারণ করে। স্থানীয় মানুষজনের মধ্যে অনেকেই তাদের ক্ষমতা ও সামাজিক শক্তি প্রয়োগ করে লুটপাট ও শারীরিক নির্যাতন করেন। রোহিঙ্গা মহিলারা স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা সহজেই ধর্ষিত হন।৩৬

শিবিরগুলো ভীষণ গিঞ্জি আর অস্বাস্থ্যকর। ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে অনিবন্ধিকৃত এক রোহিঙ্গা মহিলা এক সাংবাদিককে বলেছিলেন 'এমনিতেই নিজের বাড়ির বাইরে থাকা খুব সমস্যার। এবং তার উপর যখন পরিবারের ১১জন সদস্য/সদস্যাদের ১০ফুট বাই ৭ ফুট পরিধির মধ্যে থাকতে হলে বুঝতেই পারছেন কি অবস্থা হতে পারে।৩৭

---

২১. শেরউড, এইচ, 'রোহিঙ্গা মুসলিমস ফ্লিইং মায়ানমার টার্নড অ্যায়ে বাই বাংলাদেশ' গার্ডিয়ান, ২৫ নভেম্বর ২০১৬। লিঙ্ক দেখুন ঃ http://www.theguardian.com/world/2016/nov/25/rohingya-muslim-fleeing-myanmar-turned-away-by-bangladesh;
অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল 'বাংলাদেশ পুশেশ ব্যাক রোহিঙ্গা রিফিউজিস এমিড কালটিটিভ পানিশমেন্টন ইন মায়ানমার' ২৪ নভেম্বর ২০১৬। ভিজিট করুন ঃ http://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/11/bangladesh-pushes-back-rohingya-refugees-aimd-collective-punishment-in-myanmar.

২২। কমপক্ষে ১০ হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে গেছে ঃ জাতিসংঘ। দ্য ডেইলি স্টার ৩০ নভেম্বর ২০১৬। ভিজিট করুন ঃ http://www.thestar.com.my/new/regioanl/2016/11/30/at-least-10000-rohingya-have-fled-to-bangladesh-un/.

২৩. কিরাগু, ই, রুসি,এ.ল. অ্যান্ড মরিস, ট, স্টেটস অব দিনায়েল ঃ এ রিভিই অব ইউএনএইচসিয়াস রেসপন্স টু দ্য প্রটেকটেড সিচুয়েশন অব স্টেটলেশন অব স্টেটলেস রোহিঙ্গাস রিফিউজিস ইন বাংলাদেশ ঃ ইউএনএইচসিআর, ২০১১, পৃষ্ঠা-৮

২৪. উপরে দেখুন লেওয়া, দ্রষ্টব্য ১৯; উপরে আরো দেখুন আহমেদ, দ্রষ্টব্য ১০।

২৫. গাঙুলি, এস অ্যান্ড মিলাতে, বি। 'রিফিউজিস অ্যান্ড নেবারস রোহিঙ্গা ইন বাংলাদেশ', দ্য ডিপ্লোম্যাট, ১৪ অক্টোবর ২০১৫, এখানে দেখতে পাবেন ঃ http://www.thediplomat.com/2015/10/refugees-and-neighbors-rohingya-in-bangladesh/.

২৬. প্রাগুক্ত।

২৭. পূর্বে আহমেদের, টীকা ১০।

২৮. উপরে দেখুন, ২৩।

সাম্প্রতিক কালে শিবিরগুলো সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কোনো সুচারু চালানো হয়নি। যদিও UNHCR২০০৭ সালে ক্যাম্পগুলোর অবস্থার মূল্যায়ণ করে কিছু নির্দিষ্ট সমস্যা চিহ্নিত করেছিল। সেগুলো হলো ঃ

- স্ত্রীর ওপর স্বামীর শারীরিক নির্যাতন ও পরিত্যাগ
- ধর্ষণ, ধর্ষিতাদের নিরাপত্তার অভাব,
- বাল্যবিবাহ এবং অনুমোদিত বিবাহ,
- শিশু শ্রম এবং মানুষ পাচার,
- অবৈধভাবে আটক,
- স্বাধীন চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা
- অবৈধ জুলুম ও শোষণ।৩৮

২০১০ সালে মানবাধিকার সংগঠন নিয়োজিত চিকিৎসকেরা অস্থায়া শিবিরে বসবাসকারী মানুষের জীবনযাত্রার মান নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। তারা অনুধাবন করেন রোহিঙ্গারা বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে জীবন নির্বাহ করে যেমন যথেচ্ছ গ্রেপ্তার অবৈধ আটক ও বিতাড়ন; প্রতিবেদনে রোহিঙ্গাদের নিম্নলিখিত অভিজ্ঞতাগুলো তুলে ধরা হয়।

- শিবিরগুলি যেন এক একটি উন্মুক্ত কারাগার, যেখানে বাইরে যাওয়ার অনুমতি নেই, আবার ভেতরেও সহযোগিতার সহানুভূতি নেই।
- শিশু ও বাচ্চারা চরম অপুষ্টির শিকার।
- মানবিক ত্রাণের ওপর সরকারি বিধিনিষেধের প্রয়োগ এবং
- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, পুলিশ সীমান্ত বাহিনী শাসক দলের উচ্চপদস্থ মানুষ সকলের এদের বিরুদ্ধে ঘৃণামূলক প্রচার উত্তেজনা ছড়ায়।৩৯

কুটুপালঙের অস্থায়ী শিবিরের অনিবন্ধীকৃত উদ্বাস্তুদের ওপর লেওয়া যে তথ্য দিয়েছেন তার সাথে এই তথ্যের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। যখন অস্থায়ী শিবিরের উদ্বাস্তুদের প্রধান তিনটি সমস্যার উল্লেখ করতে বলা হয় তখন তারা প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করেন।

---

২৯. বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বক্তব্য, রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর বিষয়ে আমরা মায়ানমারের সঙ্গে আলোচনা করছি। রোহিঙ্গাদের উপস্থিতি সমাজ, পরিবেশ ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। দ্য ইন্ডিপেনডেন্ট, রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের ওপর দৃঢ় অবস্থান, ১৩ জুন ২০১২। December 2016 at : http://www.theindependentbd.com/paper-edition/frontpage/129-frontpage/115054-dhaka-takes-firm-stand-over-rohingya-influx.html

৩০. উপরোক্ত লেখায় দেখুন, ২১ এবং ২২।

৩১. আহমেদের আগের লেখা, বি. দ্র. ১০, পৃষ্ঠা.২৮।

৩২. চৌধুরী. র। 'রি থিংকিং বাংলাদেশ স্টান্স অন রোহিঙ্গা রিফিউজিস' 'দ্য ডেলি স্টার, ২৬ নভেম্বর ২০১৬, দেখা যায়ঃ http://www.thedailystar.net/opinion/human-rights/rethinking-bangladeshs-stance-rohingya-refugees-1320430

৩৩. কক্সবাজারে স্থানীয় সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মানুষের টেলিফোন সাক্ষাৎকার, নভেম্বর ২০১৫। বিশেষভাবে জানতে দেখুন গুহ ঠাকুরতা, এম এবং এস, প্রটেকশন অ্যাসেসমেন্ট ফর দ্য আন রেজিস্টার্ড রোহিঙ্গা অ্যান্ড ভালনারেবল লোকাল পপুলেশন ইন সিলেক্টেড এরিয়াস অব কক্সবাজার ডিস্ট্রিক্ট। বাংলাদেশ ন্যাশনাল ওমেন লইয়ার অ্যাসোসিয়েশন, মে ২০১৬, পৃষ্ঠা. ৩০; উদ্দিন, ন (স্মপা), টু হোস্ট অর টু হারত কাউন্টার-নারেতিভস অব রোহিঙ্গা রিফিউজি ইস্যু ইন বাংলাদেশ, ইন্সিটিউট অব কালচার ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ, ২০১২।

৩৪. কালাদান প্রেস নেটওয়ার্ক, ১৮ জানুয়ারি ২০১০, বিশদভাবে জানতে দেখুন http://www.kaladanpress.org/v3/index.php?option-com_content&view=article&id=2370%Alocals-antipathy-towards-lack-of-solution-to-rohingya-problems&catid=115%3Ajanuary-2010&Itemid=2&limitstart=40

৩৫. দ্য ডেইলি স্টার, ২৬ নভেম্বর ২০১৬, দেখতে পারেন http://thedailystar.net/city/repression-against-rohingyas-protested-countrywide-13205681

৩৬. আইজ্যাক, এম। ডিসপ্লেস পিপল অব এশিয়া, স্টোরিস রোহিঙ্গা ক্যাম্পস বাংলাদেশ, ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬, এখানে দেখুন ঃ http://markjisaacs.com/displaced-people-of-asia/stories-rohingya-camps-bangladesh/.|

৩৮. উপরে দেখুন, দ্রষ্টব্য ২৩, পৃষ্ঠা.১৩। আরও দেখুন, ইউএনএইচসিআর, বাংলাদেশ আনালিসস অপ গাপস ইন দ্য প্রোটেকশন অব রোহিঙ্গা রিফিউজিস, ২০১৭।

- সুরক্ষার অভাব, বিশেষ করে গ্রেফতার/আক্রমণ/নিরাপত্তাহীনতার ভয় (বিশেষ করে এলাকার বাইরে গেলে)
- উপার্জনহীন ফলে দীর্ঘস্থায়ী খাদ্য অনিরাপত্তা।
- আবাসন সমস্যা (ভাঙাচোরা ও শতচ্ছিন্ন কুঁড়েঘর, বারবার উচ্ছেদ)৪০

বাংলাদেশে সুবিচারের সুযোগ পাওয়া অনিবন্ধীকৃত রোহিঙ্গাদের পক্ষে খুব দুরূহ কাজ। যদিও বাংলাদেশি আইন তাদের কিছু স্বাধিকার প্রদান করেছে তথাপি তারা ১৯৪৬ সালের বিদেশি আইনের (;;;) অন্তর্গত অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার দরুন (বিস্তৃত আলোচনার জন্য নিম্নে দ্রষ্টব্য) তা পূর্ব উল্লিখিত আইনের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। উদাহরণ স্বরূপ যদি কোনো অনিবন্ধীকৃত রোহিঙ্গা ধর্ষণ বা অন্য কোনো অসামাজিক অপরাধের শিকার হন, তবে আইনি সুরক্ষার আওয়ায় থাকলেও তারা সক্রিয় ভাবে আরক্ষা বা বিচারব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারে না কারণ অভিযোগ নথিভুক্তকরণের আগেই 'অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসাবে তাদের গ্রেফতার করা হতে পারে। এই প্রথা অনিবন্ধীকৃত রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে এক অপরাধ প্রবণতার সংস্কৃতি তৈরি করেছে। ৪১

২) আর্ন্তজাতিক আইনের কাঠামো

i) আর্ন্তজাতিক উদ্বাস্তু এবং রাষ্ট্রবিহীন পরিচয়

বাংলাদেশ যদিও রাষ্ট্রবিহীন ও উদ্বাস্তু সম্মেলনের স্বাক্ষর প্রদানকারী দেশ নয়, তথাপি এই সম্মেলনের নির্ধারিত নীতিগুলোর আওতায় আসে যা আর্ন্তজাতিক আইন হিসাবে সর্বদাই স্বীকৃত পায়। ৪২ নন রিফাউল্মেন্টের (;;;) নীতি এবং রাষ্ট্রহীন মানুষের সংজ্ঞা দুটোই তাই স্বাভাবিকভাবে আর্ন্তজাতিক আইন হিসাবে স্বীকৃত। ৪৩ অধিকন্তু সমস্ত রাষ্ট্রের আর্ন্তজাতিক আইনের প্রতি দায়বদ্ধতা থাকার দরুন রাষ্ট্রগুলোর নিজস্ব সীমানা ও অধিক্ষেত্রের মধ্যে বসবাসকারী মানুষের এই আইন মোতাবেক দেশবাসীকে সর্বপ্রকার সুরক্ষা দিতে বাধ্য, তা সে সাধারণ নাগরিক হউক, রাষ্ট্রহীন মানুষ হউক অথবা উদ্বাস্তু হউক। ৪৪ সে কারণে বাংলাদেশ তাই রোহিঙ্গা দের কিংবা আশ্রয়প্রার্থী যারা নিপীড়ণের শিকার, বলপূর্বক ফেরত পাঠানো থেকে বিরত থাকতে বাধ্য।

এটাও লক্ষ্যণীয় বিষয় বাংলাদেশ যে অল্পসংখ্যক উদ্বাস্তু স্বীকৃত দিয়েছে তা 'বিশেষ প্রশাসনিক ক্ষমতার বলে এবং তা আর্ন্তজাতিক চুক্তি মোতাবেক নয়। ৪৫ এছাড়া সেই অজস্র নূন্যতম স্বাধিকার যা আর্ন্তজাতিক মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃত এবং রোহিঙ্গাদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রযোজ্য, তা দিতে বাংলাদেশ সরকারের দায়বদ্ধতা থেকেই যায়।

ii) আর্ন্তজাতিক মানবাধিকার আইন

বাংলাদেশ আর্ন্তজাতিক মানবাধিকার আইনের অর্ন্তগত অনেক ধারাকেই অনুমোদন ও সমর্থন করে। এছাড়াও বাংলাদেশ ইন্তারন্যাশনাল কভনান্ট অন সিভিল অ্যান্ড পলিটিকাল রাইটস ((International Covenant on Civil and Political Rights) (আইসিসিপিয়ার), ইন্তান্যাশনাল কভনান্ট অন ইকনমিক, সোসাল অ্যান্ড কালচারাল রাইটস (the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) (আইসিইএসসিয়ার), দ্য ইন্তান্যাশনাল কনভেনশন অন দ্য এলিমিনেসন অফ অল ফরমস অফ রেসিয়াল ডিসক্রিমিনেশন (the International Convention

৩৯. ফিসিশায়ন্স ফর হিউমান রাইটস, স্টেটলেন অ্যান্ড স্টারভিং ঃ পারসিকিউটেড রোহিঙ্গা ফ্লি বার্মা অ্যান্ড স্টার্ভ ইন বাংলাদেশ, মার্চ ২০১০, পৃ.৬-৭।

৪০.. লেওয়া, সি। আনরেজিস্টার্ড রোহিঙ্গা রিফিউজিস ঃ অ্যান্ড দ্য কুতপালং মেকশিফত সাইড, কানাডিয়ান হাইকমিশন, ঢাকা ফেব্রুয়ারি, ২০১১।

৪১. ইউএনএইচসিআর কর্মীদের সাক্ষাৎকার, ১০ অক্টোবর ২০১৫, ঢাকা।

৪২. উকুয়াল রাইটস ট্রাস্ট, দেখুন আর্ন্তজাতিক আইন ব্যবস্থা প্রকাশনার মধ্যে।

৪৩. প্রাগুক্ত

৪৪. প্রাগুক্ত

৪৫. প্রাগুক্ত

on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) (ইসিএআফরেডি), দ্য কনভেনশন অন দ্য এলিমিনেশন অফ অল ফরমস অফ ডিসক্রিমিনেশন এগেইনশট উমেন (the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (কএঅফডিএগরু), দ্য কনভেনশন এগেইনশেট টরচার অ্যান্ড আথার ক্রুয়েল, ইনহিউমান অর ডিগ্রেডিং ট্রিটমেন্ট অর পানিশমেন্ট (the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) (ক্যাট), দ্য কনভেনশন অন দ্য রাইটস অফ দ্য চাইল্ড (the Convention on the Rights of the Child) (সিয়ারসি), দ্য ইন্তারন্যাশনাল কনভেনশন অন দ্য প্রোটেকশন অফ অল মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কস অ্যান্ড মেম্বারস অফ দেয়ার ফ্যামিলিস (the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families) (আইসিএমডব্লু), গেস দ্য কনভেনশন অন দ্য রাইটস অফ পারসন্স উইথ ডিসেবিলিটস (Ges the Convention on the Rights of Persons with Disabilities) (সিপিয়ারডি)... গুলিতেও অংশগ্রহণ করে থাকে। অথচ এটা লক্ষ্যণীয় যে রাষ্ট্র এই সব আর্ন্তজাতিক আইনি হাতিয়ারের বিরুদ্ধে অনেক সংরক্ষণ ও ঘোষমা প্রয়োগ করেছে। ৪৬ বাংলাদেশ ICCPR, ICESCR অথবা CAT এর ঐচ্ছিক প্রটোকলকে অনুমোদন করেনি। যদিও CEDAW, CRPD এর ঐচ্ছিক প্রটোকলকে এবং CRC এর দুটি ঐচ্ছিক প্রটোকলকে অনুমোদন করে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, বাংলাদেশের আর্ন্তজাতিক আইন মাফিক বহু সংখ্যক দায়িত্ব আছে যা বিশেষত রোহিঙ্গাদের সুরক্ষার জন্য প্রাসঙ্গিক। ৪৭ বিশেষ করে আর্ন্তজাতিক মানবাধিকার আইনের চুক্তি অনুযায়ী তা বলবৎ করতে এবং নিম্নলিখিত সাধারণ অধিকার গুলোর জাতি বর্ণ নাগরিক নির্বিশেষে নিশ্চয়তা প্রণয়নে বাংলাদেশ সরকার বাধ্য ঃ

- বৈষম্যের শিকার না হওয়ার অধিকার, ৪৮
- নির্বিচারে বঞ্চনার শিকার না হওয়ার অধিকার, ৪৯
- নির্যাতন, নৃশংসতা, অমানবিক ও নিম্নশ্রেণীর ব্যবহার অথবা শাস্তি থেকে মুক্তি, ৫০
- দাসত্ব, বশ্যতা, বলপূর্বক শ্রম থেকে মুক্তি, ৫১
- স্বাধীনতা, নিরাপত্তার অধিকার। আটক ও বিনা বিচারে অবাধ গ্রেপ্তার থেকে সুরক্ষা,৫২
- বিচারশালা ও ট্রাইব্যুনালে সমানিধার, ৫৩
- ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনের অবাধ হস্তক্ষেপের ওপর নিষেধাজ্ঞা, ৫৪
- বিবেক, চিন্তা ও ধর্মের স্বাধীনতা, ৫৫
- নিজস্ব সমিতি ও গোষ্ঠীর স্বাধীনতা, ৫৬
- কর্মের স্বাধীনতা, ৫৭
- শিক্ষার স্বাধীনতা, ৫৮

---

৪৬. বাংলাদেশের নির্দিষ্ট সংরক্ষণ এবং ঘোষণা, এই প্রকাশনার আর্ন্তজাতিক লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক দেখুন।

৪৭. প্রাগুক্ত।

৪৮. নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আর্ন্তজাতিক চুক্তির (আইসিসিপয়ার), ৯৯৯ উ.ন.টি.স. ১৭১, ১৯৬৬। অনুচ্ছেদ ২(১) এবং অনুচ্ছেদ ২৬; ; অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আর্ন্তজাতিক চুক্তিপ (আইসিইএসসিয়ার), ৯৯৩ উ.ন.টি.স., ১৯৬৬, অনুচ্ছেদ ২(২)।

৪৯. আইসিসিপয়ার, অনুচ্ছেদ ৬; সকল অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সুরক্ষার জন্য আর্ন্তজাতিক কনভেনশন (আইসিএমডব্লিউ), ২২২০ উ.এন.তি.এস.৩,১৯৯০, অনুচ্ছেদ ৯।

৫০. আইসিসিপিয়ার, অনুচ্ছেদ ৭; আইসিএমডব্লিউ, অনুচ্ছেদ ১০।

৫১. আইসিসিপিয়ার, অনুচ্ছেদ ৮; আইসিএমডব্লিউ, অনুচ্ছেদ ১১।

৫২. আইসিসিপিয়ার, অনুচ্ছেদ ৯; আইসিএমডব্লিউ, অনুচ্ছেদ ১৬।

৫৩. আইসিসিপিয়ার, অনুচ্ছেদ ১৮; আইসিএমডব্লিউ, অনুচ্ছেদ ।

৫৪. আইসিসিপিয়ার, অনুচ্ছেদ ১৭; আইসিইএসসির, সকল প্রকার জাতিগত বৈষম্য বিলোপের আর্ন্তজাতিক সম্মেলন (আইসিইরদি), অনুচ্ছেদ ১৮; আইসিএমডব্লিউ, অনুচ্ছেদ ১২।

৫৫.আইসিসিপিয়ার, অনুচ্ছেদ ১৮; আইসিএমডব্লিউ অনুচ্ছেদ ১২।

অধিকন্তু নিম্নলিখিত অধিকারগুলোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের দায়বদ্ধতা থেকেই যায়। বিশেষ করে এগুলো যখন রাষ্ট্রহীন ও উদ্বাস্তু মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

- নিজ বাসস্থান নির্বাচন ও স্বাধীন চলাফেরার অধিকার, ৫৯
- দেশত্যাগ করার অধিকার, ৬০
- বিবাহ করবার অধিকার (বিবাহযোগ্য পুরুষ ও মহিলার ক্ষেত্রে) এবং পরিবার গঠনের অধিকার, ৬১
- নাম চয়ন, নথিভুক্তকরণ ও সন্তানের জাতিসত্তার পরিচয় প্রদানের অধিকার, ৬২
- বলপূর্বক ফেরত অথবা অসামাজিক পরিবেশপূর্ণ কোনো দেশে পূনর্নিক্ষেফের ফলে চরম ক্ষতির হাত থেকে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার, ৬৩
- শিশুর জাতীয়তা এবং জন্মনিবন্ধের অধিকার, ৬৪
- শিশুদের উদ্বাস্তু মর্যাদার অধিকারের দ্বাথে উপযুক্ত সুরক্ষা ও মানবিক সহায়তা, ৬৫
- অভিবাসী শিশুদের নিবন্ধন ও জাতীয়তার অধিকার, ৬৬

আর্ন্তজাতিক আইন অনুসারে, নির্বিশেষে প্রত্যেকে ব্যক্তির জন্য বাংলাদেশ বাধ্য এইসব এবং অন্যান্য অধিকার নিজস্ব ভূখণ্ডে নিশ্চিত করা, আইনি ব্যবস্থা করা।

চূড়ান্ত পর্বে এই গবেষণা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকারের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়, ও জন্মনিবন্ধীকরণ অধিকার এবং বাংলাদেশেস রোহিঙ্গাদের জাতীয়তা অধিকার। এই অধিকার অন্যান্য অধিকারকে প্রভাবিত করে; এই ক্ষেত্রে জীবিকা অর্জনের জন্য স্বাধীনভাবে চলাফেরার অপরিহার্যতা। (In its final part, this paper particulalry focuses n the enjoyment of the right to freedom of movement, and firghts associated with birth registration and access to nationality by Rohingya in Bangladesh. These rights impact on other rights; for instance, freedom movement is essential for looking for livelihood oppurtunities.)

(iii) অন্যান্য মানবাধিকার মান

বাংলাদেশে এশিয়ান-আফ্রিকান লিগ্যাল কনসালটেটিভ কমিটি (Asian-African Legal Consultative Committee) (এএলসিসি), দ্য এশিয়া-প্যাশিফিক কন্সালটেশন্স (the Asia-Pacific Consultations) (এপিসি) ও দ্য উএনএইচসিয়ার এক্সিকিউটিভ কমিটি এবং দ্য উএনএইচসিয়ার এক্সিকিউটিভ কমিটি মিটিংস (the UNHCR Executive Committee Meetings) (এক্সকম) (ExCom)। বাংলদেশ এশিয়ান-আফ্রিকান লিগ্যাল কনসালটেটিভ কমিটি ওরগানাইজেসন (Asian-African Legal Consultative Organization) (অ্যাঅ্যালকো) এর সদস্যও বটে, যা ১৯৯৬ সালের ব্যংকক প্রিন্সিপালে

---

৫৬. আইসিসিপিয়ার, অনুচ্ছেদ ২২।
৫৭. আইসিসিপিয়ার, অনুচ্ছেদ ৬।
৫৮. শিশু অধিকার সম্মেলন (সিয়ারসি), ১৫৭৭ উ.এন.তি.এস.৩,১৯৮৯, অনুচ্ছেদ ২৮; আইসিইএসসির, অনুচ্ছেদ ১৩।
৫৯. আইসিসিপিয়ার, অনুচ্ছেদ ১২(১); আইসিইয়ারডি, অনুচ্ছেদ ৫।
৬০. আইসিসিপিয়ার, অনুচ্ছেদ ১২(২); আইসিএমদব্লু, অনুচ্ছেদ ৮।
৬১. (সিআরসি), ১৫৭৭ উ.ন.টি.স.৩,১৯৮৯, অনুচ্ছেদ ২৮; আইসিইসির ২৮, অনুচ্ছেদ ১৩।
৬২. তথা, অনুচ্ছেদ ২৪।
৬৩. নির্যাতন ও অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তির বিরুদ্ধে সম্মেলন (কাট), ১৪৬৫, উ.ন.টি.স.৮৫, ১৯৮৪, অনুচ্ছেদ ৩; আইসিসিপিয়াক, অনুচ্ছেদ ৭; মানবাধিকার কমিটি, সাধারণ মন্তব্য ৩; সাধারণ আইনি বাধ্যবাধকতার রাষ্ট্রসমূহ ওপর প্রকৃতি চুক্তির আরোপ করা, ;;;
৬৪. সিআরসি, অনুচ্ছেদ ৭(১)।
৬৫. সিআরসি, অনুচ্ছেদ ২২।
৬৬. আইএমডব্লিউ, অনুচ্ছেদ ২৯।

নির্ধারিত উদ্বাস্তুদের অবস্থান ও ব্যবস্থাপনার অ-বাধ্যবাধক নীতিগুলো অধিগ্রহণ করে। ৬৭ ব্যংকক প্রিন্সিপাল অনুযায়ী উদ্বাস্তুর সংজ্ঞা হলো-

১. (ক) এমন কোনো ব্যক্তি, যিদি নিপীড়িত, অথবা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়গত উৎপত্তি, লিঙ্গ, রাজনৈতিক বক্তব্য অথবা কোনো নির্দিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্য হওয়ার দরুণ নিপীড়নের ভয়ে ভীত হয়েঃ

(১) কোনো প্রদেশে বা কোনো দেশ পরিত্যাগ করে, যেখানে তার জাতীয়তা বা জাতিসত্তা বর্তমান, অথবা যার কোনো জাতীয়তা নেই কিন্তু সাধারণভাবে বসবাসকারী; অথবা

(২) কোনো প্রদেশ বা দেশে বহিরাগত হয়েও ফিরতে অনিচ্ছুক বা অপারগ অথবা নিজের আত্মরক্ষার জন্য সমর্পিত।৬৮

এবং এই সংজ্ঞা অনুযায়ী রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে উদ্বাস্তু, কারণ তারা মায়ানমারে সম্প্রদায়গত ও ধর্মীয় কারণে নিপীড়িত। তারা তাদের দেশত্যাগ করেছে যেখানে তারা সাধারণভাবে বসবসকারী (মায়ানমার), এবং ফেরত গেলে অবিরত সেই নিপীড়নের সম্মুখীন হতো। ৬৯ নিম্নলিখিত দায়বদ্ধতাগুলোও ব্যংকক প্রিন্সিপাল অনুযায়ী নির্ধারিত ঃ

- পুনর্নিক্ষেপ রহিতকরণ (Non-refoulement), ৭০
- উদ্বাস্তুদের সাথে বিদেশিদের মতো সম ব্যবহার ও আচরণ, ৭১
- উদ্বাস্তুদের সাথে অ-বৈষম্যমূলক আচরণ, ৭২
- উদ্বাস্তু মহিলাদের সুরক্ষা উন্নয়ণের ব্যাপারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ, ৭৩
- কোনো উদ্বাস্তুকে এমন কোনো দেশে স্থানান্তরিত করা যাবে না বা ফেরত দেওয়া যাবে না, যেখানে তার জীবন ও স্বাধীনতা বিপন্ন হয়, ৭৪
- এবং স্বেচ্ছা পুনর্বাসন কে সম্মান জানান, ৭৫

(ক) বাংলাদেশে আর্ন্তজাতিক মানবধিকার আইনের প্রয়োগ

বাংলদেশ সংবিধানের ২৫ ধারা অনুযায়ী সব আর্ন্তজাতিক আইনের প্রণয়ণ এবং জাতিসংঘ সনদের সর্মথন করে থাকে।

> রাষ্ট্রীয় নীতি হবে আর্ন্তজাতিক সর্ম্পক রক্ষা করার ক্ষেত্রে দেশের সার্বভৌমত্ব এবং সাম্য বজায় রাখা। অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ নীতিতে হস্তক্ষেপ না করা; আর্ন্তজাতিক বিরোধ শান্তির সাতে আপস মীমাংসা করা, আর্ন্তজাতিক আইনের লিখিত বিবৃতি মেনে নীতিকে সম্মান জানানো (emphasis added)। ৭৬

বাংলাদেশ হচ্ছে দ্বৈতবাদী রাষ্ট্র তাই দেশীয় আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আর্ন্তজাতিক চুক্তির নিয়ম নীতি মেনে চলা প্রয়োজন। ৭৭ সংবিধানের ১৪৫ এ ধারা আর্ন্তজাতিক আইন মেনে দেশীয় আইন প্রণয়নের পদ্ধতিগত প্রক্রিয়াকে বিবৃত করে। ‘বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে যে কোনো চুক্তি প্রেসিডেন্টের সুপারিশের মাধ্যমে সংসদে উপস্থাপন করতে হবে সুপ্রিম কোর্ট এ মর্মে রায় দিয়েছেন। ৭৮

৬৭. এশিয়ান-আফ্রিকান কনসালটেটিভ অর্গানাইজেশন, ব্যংকক প্রিন্সিপালস অন দ্য স্ট্যাটাস অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট অব রিফিউজিস, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৬৬।

৬৮. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ১।

৬৯. মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের ওপর অপ্রতিহত নির্যাতন নিপীড়ন বিষয়ে জানতে দেখুন আগে ফরতিফাই রাইটস, টীকা ৪।

৭০. আগে উল্লিখিত, টীকা ৬৬, অনুচ্ছেদ III(1)।

৭১. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ IV(1)।

৭২. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ‘ IV(5)।

৭৩. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ IV(6)।

৭৪. প্রাগুক্ত অনুচ্ছেদ V(3)।

৭৫. প্রাগুক্ত অনুচ্ছেদ VII(1)।

৭৬. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ১৯৭২, অনুচ্ছেদ ২৫।

আর্ন্তজাতিক মানবাধিকার আইনের বিধিগুলো সে কোনো আর্ন্তজাতিক সম্মেলনে বা আর্ন্তজাতিক ঘোষণাপত্রে বিবৃত হোক না কেন সরাসরি দেশীয় বিচারশালায় প্রয়োগ করা যাবে না। কিন্তু যদি আর্ন্তজাতিক আইনের কোনো বিধি দেশীয় আইনে অর্ন্তভুক্ত হয়ে থাকে তবে তা জাতীয় আদালতে প্রয়োগ করা যাবে। সাংবিধানিক ও বিধিবদ্ধ আইন সবসময় আর্ন্তজাতিক মানবাধিকার আইনের ধারা অনুসারে নাও হতে পারে। যে দেশ আর্ন্তজাতিক আইনের বাধ্যবাধকতা মেনে নিয়েছে, সেই দেশের জাতীয় আদালত সসরাসরিভাবে আর্ন্তজাতিক আইনের বাধ্যবাধকতাকে অস্বীকার করতে পারে না। যদি দেখা যায়, দেশীয় আইনে আর্ন্তজাতিক আইনের বাধ্যবাধকতা অনুসারে কোনো ধারা নেই বা তা সহজে বোধগম্য না বা অপর্যাপ্ত, তখন জাতীয় আদালত আর্ন্তজাতিক আইনেরন মূল সূত্রগুলো অনুযায়ী চলতে পারে। কিন্তু যদি দেখা যায় রাষ্ট্রের আর্ন্তজাতিক আইনের বাধ্যবাধকতা অনুসারে দেশীয় আইন পর্যাপ্ত ও পরিবর্তনশীল তা হলে জাতীয় আদালত দেশীয় আইনকে সম্মানপূর্বক মেনে চলবে এবং তাতে কোনো অসঙ্গতি থাকলে তা আইনপ্রণেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। ৭৯

এই রূপে বাংলাদেশ জাতীয় আদালতে আর্ন্তজাতিক আইনের প্রয়োগ কেবলমাত্র সামঞ্জস্যপূর্ণ দেশীয় আইনের মাধ্যমেই হতে পারে। একমাত্র তখনই আর্ন্তজাতিক আইনের প্রয়োগ হতে পারে যখন কোনো সামঞ্জস্যপূর্ণ দেশীয় আইন নেই। আর্ন্তজাতিক আইন ও দেশীয় আইনের অসামঞ্জস্যতা দূর করার দায়িত্ব আইনসবার সদস্য/সদস্যাদের।

৩) জাতীয় আইনের পরিকাঠামো

উদ্বাস্তু রাষ্ট্র পরিচয়হীন মানুষের জন্য কোন জাতীয় পরিকাঠামো নেই। বরঞ্চ সাংবিধানিক কিছু ব্যবস্থা আছে এদের জন্যে।

(ক) সংবিধান

সংবিধানের ৭(২) ধারা অনুযায়ী

> জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্ব্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোনো আইন যদি এই সংবিধানের সাথে অসামঞ্জস্য হয়, তাহলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হবে। (This Constitution is, as the solemn expression of the will of the people, the supreme law of the Republic, and if any other law is inconsistent with this Constitution that other law shall, tothe extent of the inconsistency, be void.)৮০

সংবিধানের ৬(১) ধারায় উল্লেখ আছে 'বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের সুনির্দিষ্ট ধারা দ্বারা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।' ধারা ৬ (২) তে উল্লেখ আছে 'বাংলাদেশের জনসাধারণ বাঙ্গালি হিসেবে পরিচিত এবং দেশ ও নাগরিকত্ব হিসেবে এখানকার জনজাতি বাঙ্গালি হিসেব পরিচিত হবেন দেশ ও নাগরিক্ত হিসাবে এখানকার জনজাতি বাংলাদেশি হিসাবে পরিচিত হবেন।'

সংবিধানের তৃতীয় পর্বে মৌলিক অধিকারের সমন্ধে উল্লেখ আছে। কিছু সাংবিধানিক অধিকার যেমন নির্বাচনে অংশগ্রহণ ৮১ ভোটাধিকার কিংবা বাংলাদেশি পাসপোর্ট পাওয়ার অধিকার কেবলমাত্র দেশের নাগরিকদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য; বাকি সকল বাংলাদেশবাসীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ৮২

৭৭. আলম, এম.এস. দেশীয় আদালত দ্বারা আর্ন্তজাতিক মানবাধিকার সুরক্ষা কৌশল ঃ একটি পর্যালোচনা' চিটাগং ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব ল, খণ্ড ;;;

৭৮. হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বাংলাদেশ এবং অন্যান্য, ২১ বিলদি(এদি) (২০০১) ৬৯।

৭৯. প্রাগুক্ত।

৮০. আগে উল্লিখিত টীকা ৭৫, অনুচ্ছেদ ৭(২)

৮১. তথায়, অনুচ্ছেদ ১২২(২)।

৮২. বাংলাদেশ পাসপোর্ট অর্ডার ১৯৭৩ (রাষ্ট্রপতির আদেশ ১৯৭৩ সালের ৯ নং)।

১১নং ধারা সমস্ত মানুষের মৌলিক অধিকার গুলোকে স্বীকৃতি দেয়। প্রজাতন্ত্র গণতন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত হবে যেখানে মানুষের মৌলিক অধিকার, স্বাধীনতা, আত্মমর্যাদা এবং সম্ভ্রমকে পুর্নসুরক্ষা দিতে হবে (Ò[t]he Republic shall be a democracy in which fundamental human rights and freedoms and respect for the dignity and worth of the human person shall be guaranteed (emphasis added)। ৮৩ ১৪ নং ধারায় বলা হয়েছে 'রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব হচ্ছে কৃষক এবং শ্রমজীবী, মেহনতি ও পিছিয়ে পড়া মানুষকে সব ধরনের শোষণ থেকে মুক্ত করা। ৮৪ ([i]t shall be a fundamental responsibility of the State to emancipate the toiling masses the peasants and workers and backward sections of the people from all forms of exploitation)

৩১ নং ধারা বাংলাদেশের মানুষের সুরক্ষার অধিকারের এক প্রধান অনুমোদন

আইনের আশ্রলাভ এবং আইনানুগযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহার লাভ যে কোনো স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িক ভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তর অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না, যাতে কোনো ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে। (To enjoy the protection of the law, and to be treated in accordance with law, and only in accordance with law, is the inalienable right of every citizen, wherever he may be, and of every other person for the time being within Bangladesh, and in particular no action detrimental to the life, liberty, body, reputation or property of any person shall be taken except in accordance with law (emphasis added).

প্রত্যেক জনসাধারণকে জীবনের সুরক্ষা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার দেওয়ার সংকল্প করা হয়েছে ৩২ নং ধারায়। কোনো সাধারণ মানুষকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং জীবন থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। ৩৩ নং ধারায় গ্রেপ্তার ও আটক থেকে সুরক্ষা সর্ম্পকে বলা হয়েছে।

> ১) কাউকে গ্রেফতার করে আটক রাখলে তাকে অবশ্য জানানো প্রয়োজন কেন তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তাকে আইনি সহায়তা বা আইনি পরামর্শ দাতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।৮৫
>
> ২) কাউকে গ্রেপ্তার এবং আটক করলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিকটবর্তী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির করাতে হবে সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে গ্রেফতার সময় থেকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে উপস্থাপনের সময় উপস্থাপনের সময়টুকু ব্যতিক্রম হিসেবে ধরা হবে না। কোনো মানুষকে নির্ধারিত সময়ের বাইরে ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতিবিহীন আটক রাখা যাবে না। ৮৬

৩৪ (১) ধারায় বলপূর্বক শ্রমের নিষেধাজ্ঞা সকলের জন্য বলবৎ আছে। ৮৭ সমস্ত ধরনের বলপূর্বক শ্রমের ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং অন্যথায় অমান্য করলে আইন অনুযায়ী কঠোর শাস্তি প্রযোজ্য। ৮৮ সর্বশেষে ৪৪ নং ধারা জনসাধারণের মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিত করে।

এই মৌলিক অধিকারগুলো নাগরিকের ও আইনগত মর্যাদা নির্বিশেষে যে কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু এবং রাষ্ট্রহীন মানুষরাও এই অধিকারের সমান সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকবে।

৮৩. আগে উল্লিখিত, টীকা ৭৫, অনুচ্ছেদ ১১।
৮৪. তথায়, অনুচ্ছেদ ১৪।
৮৫. তথায়, অনুচ্ছেদ ৩১।
৮৬ তথায়, অনুচ্ছেদ ৩৩।

রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে সে সব আইন প্রযোজ্য

এই পরিচ্ছদে উল্লেখ বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে আইন এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা। উদ্বাস্তু রাষ্ট্রহীন মানুষদের জন্য নির্দিষ্ট কোনো আইন না থাকায় বাংলদেশের রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুও রাষ্ট্রহীন মানুষরা এ অধিকারের আওতায় আসে।

নিবন্ধনঙ্কারী রোহিঙ্গা জনগণ

বাংলাদেশে সে সব রোহিঙ্গারা সরকারি স্বীকৃতি পেয়েছে যারা দুই ক্যাম্পে বসবাস করে। এই রোহিঙ্গারা হলেন যারা ১৯৯১-৯২ এর অন্তঃপ্রবাহের সময় বাংলাদেশে প্রবেশ করে শরণার্থী ৮৯ হিসেবে এবং কার্যনির্বাহ সিদ্ধান্তের ৯০ ভিত্তিকে গ্রহণ করা হয়েছে।

ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপক মন্ত্রণালয়ের অধীনে উদ্বাস্তু ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার (RRRC) নিবন্ধিত শরণার্থীর ব্যবস্থার পরিচালনার দায়িত্বে থাকে, অপরপক্ষে জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি এবং ইউএনএইচসিআর মানবিক কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করে থাকে। প্রত্যেক ক্যাম্পের একটি ভারপ্রাপ্ত ক্যাম্প ইনচার্জ (সিআইসি) থাকে, বাংলাদেশ সরকারের সিভিল সার্ভিস ক্যাডাররা RRRC পৃষ্ঠপোষকতায় ক্যাম্প থেকে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে।

শিবিরে বসবাসকারী নিবন্ধিত উদ্বাস্তুদের আইনি আবাস প্রমাণিত করার জন্য ইউএনএইচসিআর দ্বারা প্রকাশিত ছবিসহ পরিচয় পত্র যা পাঁচ বছর বয়সোর্ধ সব শরণার্থীকে দেওয়া হয়। যদিও এই কার্ড শরণার্থীদের গ্রেফতার থেকে আটকাতে পারে না। ৯১ তবুও পরিচয়পত্রধারীরা চলাফেরার অধিকার লাভ করে থাকে। উদ্বাস্তুদের মধ্যে যাদের পরিচয়পত্র আছে তারা যদি গ্রেফতার হয় তবে মুক্তিলাভের এবং / অথবা জামিনের সুযোগ পায়। সিআইসি উদ্বাস্তুদের শিবিরে আইনী ও প্রশাসনিক অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। প্রশাসনিক অভিভাবক হিসাবে কাজ করেঃ উদাহরণস্বরূপ, শরণার্থীদের রেশন বই ও ভ্রমণ পাস, পুলিশের কাছে নালিশ নথিভুক্তকরণের অনুমোদন, বিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদ সবই CIC দ্বারা অনুমোদিত হয়। ৯২ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ইউএনএইচসিআর তহবিলের মাধ্যমে শিবিরে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেহা দিয়ে থাকে। ৯৩ অন্যান্য দুই মন্ত্রণালয়ের শরণার্থী সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে, উদ্বাস্তুদের ওটর কোনো প্রকল্প; যাই হোক না কেন অর্থমন্ত্রালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে। অধিকন্তুস পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উদ্বাস্তু সংক্রান্ত বিষয়গুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ৯৪ ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান নেতৃত্বস্থানীয় ভূমিকা নিচ্ছে। ৯৫

অনিবন্ধিত রোহিঙ্গা জনসংখ্যা ও বিদেশি আইন

শিবিরে বসবাসকারী ছাড়াও অনিবন্ধিত ২ থেকে ৫ লাখ রোহিঙ্গা আছে যারা বাংলাদেশে গ্রাম ও শহরে বসবাসকারী কিন্তু এদের কোনো সামাজিক ও আইনগত মর্যাদা নেই। ৯৬ সরকার এদের অবৈধ বার্মিজ, অনথিভুক্ত মিয়ানমারের নাগরিকদের (;;;), এবং অর্থনৈতিক শরণার্থী - এভাবেই শ্রেণিভুক্ত করে। ৯৭

৮৭. মানব পাচার আইনের প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ (২০১২ আইন সংখ্যা III), অনুচ্ছেদ ২(৪), যা বাধ্যতামূলক শ্রম বা সেবা হিসেবে সংজ্ঞায়িত। কোনো কাজ বা সেবা কঠোর ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রাণনাশের হুমকির বা ব্যক্তির জীবনের ক্ষতি, স্বাধীনতা, অধিকরা, সম্পত্তি বা সম্মানহানী।

৮৯. আগে উল্লিখিত টীকা ৭৫, অনুচ্ছেদ ৩৪।

৯০. ফীড়ী, পী. পী, বাংলাদেশে রোহিঙ্গা ও রিফিউজি অবস্থান, ফোশড মাইগ্রেশন রিভিউ, খণ্ড ঃ ৩০, ২০০৮, পৃষ্ঠা নং - ৩৮।

৯১, ডাশ, উ. কে., 'উদ্বাস্তুদের জন্য আইনি সুরক্ষা ঃ বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গিতে' এক্সপ জার্নাল অন হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড গুড গ্রভর্নেন্স, ২০০৪। আরো দেখুন মিয়ান, এ স।

৯২. তথায়।

৯৩. ইউএনএইচসিআর কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ১০ অক্টোবর ২০১৫, ঢাকা।

৯৪. আগে উল্লিখিত, টীকা ১০ এবং উপরোক্তটীকা ২৩।

৯৫. আগে উল্লিখিত, টীকা ২৩।

৯৬. পূর্বে উল্লিখিত জামান, টীকা ২০।

৯৭. সরকারি জাতীয় কৌশলপত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে অনথিভুক্ত মিয়ানমার জাতি টার্মটি ব্যবহার করা হয়েছে।

দেশীয় আইন না থাকার কারণে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে প্রবেশ এবং থাকা - Foregners act 1946,[৯৮] Foreigners Order 1951,[৯৯] Foreigners (Parolees) Order 1965,[১০০] Registration of Foreigners Act 1939, [১০১]the Registration of Foreigners Rules 1966[১০২],the Control of Entry Act 1952, [১০৩] Ges Passport Act 1920, [১০৪] অনুযায়ী পরিচালিত হয়।

প্রবেশ, প্রস্থান এবং বাংলাদেশে অনাগরিকদের থাকা প্রধানত বিদেশি আইনের (Foreingers act) দ্বারা নির্ধারিত হয়। এ আইনে বাংলাদেশে সমস্ত বিদেশি নাগরিকদের, ব্যক্তি নির্বিশেষ থাকার প্রয়োজনীয়তা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ এই আইনে বাংলাদেশে কোনো বিদেশী ব্যবসার জন্য আগত আর কোনো বিদেশি শরণার্থী হিসাবে আগত এই পার্থক্য নির্ণয় করে না। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে এই আইন প্রবর্তিত হয় ব্রিটিশ পরিচালিত বাগানের মালিকদের দ্বারা মাইগ্রেশন নিরোধের উদ্দেশ্যে। [১০৫] বারত ও বাংলাদেশ উভয় দেশই এই আইন ব্যবহার করে এবং এটা উপমহাদেশের সাংবিধানিক বিতর্কের অন্যতম সূত্র। [১০৬]

ধারা ২(ধ) বিদেশি আইনের সংজ্ঞা অনুযায়ী 'একজন ব্যক্তি যিনি বাংলাদেশের নাগরিক নয় তিনি' বিদেশি হিসাবে চিহ্নিত হয়। এই ধারায় মতানুসারে, রোহিঙ্গা 'অবৈধ বিদেশি' হিসাবে গণ্য হয় কারণ এই ধারা অনুযায়ী কোনো বিদেশি নাগরিক বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারবে না অথবা প্রবেশ করতে পারবে নির্দিষ্ট জায়গা বন্দর বা পথে সেই সব শর্তসপেক্ষে যা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যথাবিহিত ঘোষিত হয়েছে। [১০৭] এই আইন অনুযায়ী, সরকার কোনো বিদেশি নাগরিককে একটি সুনির্দিষ্ট জায়গায় বাস করার অনুমতি দিতে পারে, চলাফেরার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ এবং কোনো নির্দিষ্ট কার্যক্রম থেকে বিরত হওয়ার নির্দেশ দিতে পারে। [১০৮] বিদেশি আইনের অধীনে পুলিশ অফিসারকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে 'প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং স্বনির্বাচিত বল এর প্রয়োগ যা আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয়। [১০৯]

বিদেশি আইনভঙ্গ হলে ৫ বছরের জেল জরিমানা হতে পারে। [১১০] যদিও সরকার বিদেশি আইনের (Foreigners Act) অধীন বাংলাদেশে 'অবৈধ প্রবেশের' জন্য সব অনিবন্ধিত রোহিঙ্গা গ্রেফতার করে না, যেহেতু অনিবন্ধিত রোহিঙ্গাদের বৃহৎ সংখ্যকের উপস্থিতি এক নির্দিষ্ট এলাকায় কেন্দ্রীভূত, কিছু মানুষ এই আইনের অধীনে গ্রেফতার হয়েছে এবং সাজা পেয়েছে। কিছুদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে. অনেকে পুরো ৫ বছর মেয়াদী জেল খাটার পরও তাদের মুক্তি দেওয়া হয়নি। এদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। তারা যাতে তাদের মাতৃভূমিতে ফিরতে পারে সে ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া দরকার। তাদের ব্যাপারে মায়ানমার সরকার বরাবরই উদাসীন এবং বন্দিদের দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে নারাজ। এ কারণে সাজাপ্রাপ্তরা মেয়াদ শেষ হওয়ার পর জেলে কাটাতে বাধ্য হয়।

---

৯৮. ফরেনার এ্যাক্ট ১৯৪৬, নভেম্বর ১৯৪৬, এ্যাক্ট ;;;১৯৪৬।
৯৯. ফরেনারস অর্ডার ১৯৫১, ২২ অক্টোবর ১৯৫১।
১০১. ফরেনারস (প্যারোলেশ) অর্ডার ১৯৬৫, ১০ নভেম্বর ১৯৬৫।
১০২. বিদেশিদের রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট ১৯৩৯, ৮ এপ্রিল ১৯৩৯, এ্যাক্ট নং ;;;;১৯৩৯।
১০৩. রেজিস্ট্রেযন অব ফরেনারস রুলস ১৯৬৬, ৬ ডিসেম্বর ১৯৬৬।
১০৪. কন্ট্রোল অব এন্ট্রি অ্যাক্ট ১৯৫২, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৫২, এ্যাক্ট নং ;;; ১৯৫২।
১০৫. পাসপোর্ট এ্যাক্ট ১৯২০, ৯ সেপ্টেম্বর ১৯২০, এ্যাক্ট নং ;;; ১৯২০।
১০৬. ইন্ডিয়ান ল কমিশন, ১৭৫ তম রিপোর্ট অব দ্য ইন্ডিয়ান ল কমিশন অন দ্য ফরেনারস (এমেন্টমেন্ট) বিল, ২০০০, সেপ্টেম্বর ২০০০, লিঙ্ক http://lawcommissionofindia.nic.in/reports/175thReport.pdf
১০৭. আজু জন ;;;;।
১০৮. প্রাগুক্ত।
১০৯. প্রাগুক্ত আর্টিক্যাল ১১(২)।
১১০. প্রাগুক্ত আর্টিক্যাল ১৪।

২০১২ সালের এক হিসাব মতে ৯০ জন বন্দিদের জেলের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরও চারটি জেলা কারাগারে বন্দি ছিল যাদের মধ্যে ৮৩ জন বর্মি। কিন্তু রোহিঙ্গা হিসেবে তাদের গণ্য করা হয়। ১১১ এভাবে কাউকে বিনাকারণে, বিনাবিচারে আটক করে রাখা তা নিঃসন্দেহে সংবিধান লঙ্ঘন করার শামিল। ১১২ উপরন্তু, যে ব্যক্তি Foreignsrs Act এর দ্বারা ৩ এর অধীনেও বিচারিত হয়েছে এবং মুক্তি পেয়েছে আবার একই অপরাধের জন্য গ্রেপ্তার হতে পারেন। ১১৩ গুরুত্বপূর্ণভাবে Foreignsrs Act অনুচ্ছেদ ১০ এ উল্লিখিত আছে সরকার সরকারি ঘোষণা দ্বারা ব্যক্তিবিশেষে বিশেষ আদেশের মাধ্যমে এই আইনের দায় থেকে অব্যহতি দিতে পারবে।

> সরকার আদেশ দ্বারা ঘোষণা নির্দেশ করতে পারে যে কোনো সব ক্ষেত্রে বা কি পরিমার্জন বা কোনো শর্তসাপেক্ষে বা কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণীভুক্ত বিদেশী বা বিদেশী ব্যাক্তি বিশেষ আইনের লিখিত ব্যবস্থাগুলোর সমস্ত প্রযোজ্য হবে অথবা হবে না। ১১৪

সুতরাং, যদিও বাংলাদেশ উদ্বাস্তুদের আইনি শাসন ব্যবস্থা নেই, সরকার বিদেশি আইনের Foreigners Act ধারা ১০ এর অধীনে আইনের বিধান থেকে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অব্যাহতি দিতে পারে। (বিশেষ করে অবৈধ প্রবেশের জন্য আটক রাখার এবং বাংলাদেশে থাকার)।

৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ মিয়ানমারের শরণার্থী এবং অনথিবুক্ত মিয়ানমারের নাগরিকদের বিষয়ে জাতীয় নিয়মাবলী তৈরি করে। অনথিভুক্ত জনসংখ্যা উপস্থিতির কৌশল, যা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত নয়, তাতে পাঁচটি প্রধান উপাদান অর্ন্তভুক্ত ঃ অনিবন্ধিত শরণার্থীদের তালিকা গঠন, অস্থায়ী মৌলিক মানবিক ত্রাণ প্রদান, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, মায়ানমারের সরকারের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন, এবং জাতীয় পর্যায়ে সমন্বয় বৃদ্ধি ওই কৌশরলপত্রে গুরুত্ব পায়। ১১৫ কৌশলপত্রের অংশ হিসেবে আর্ন্তজাতিক অনুপ্রবেশকারী সংঘের (International Organization for Migration) সাথে চুক্তিক্রম অনুমোদন করেন। যার উদ্দেশ্য ছিল ''অনথিভুক্ত মায়ানমারের নাগরিকদের স্বাস্থ্য, পানি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক মৌলিক সেবা প্রদান''। ১১৬ এছাড়া রোহিঙ্গা জনগণের ফল প্রকাশের বিষয়টি এখনো আলোর মুখ দেখেনি।১১৭

জাতীয়তা আইন

জাতীয়তা আইন এক আইনি সম্পর্ক তৈরি করে দেশবাসী ও রাষ্ট্রের মধ্যে। অনেকে রাষ্ট্রে নাগরিকত্ব থেকে অধিকার জন্মায়। প্রকৃতপক্ষে নাগরিকত্বর ভূমিকা এতই প্রবল যে নাগরিকক্তের অধিকারকে বলা হয় ''অধিকারই অধিকার আনে'' । ১১৮ জাতীয়তাই ব্যাক্তিকে দেশ এবং বিদেশে সুরক্ষা দেয়। কোনো ব্যাক্তির পক্ষে আর্ন্তজাতিক আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা পাওয়ার জন্য এর মাধ্যমে রাষ্ট্র সহায়তা করে। ১১৯

দ্বতীয় অনুচ্ছেদে এই ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে আগে লেখা হয়েছে, আর্ন্তজাতিক মানবাধিকার জাতীয়তাকে অধিকার

---

১১১. মিজানভ টীকা ৮৯ পৃ ২০।
১১২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৭।
১১৩. প্রাগুক্ত।
১১৪. প্রাগুক্ত, টীকা ৯৭, আর্টিকেল ১০।
১১৫. দেখুন গাঙ্গুলি অ্যান্ড মিলিয়ে, প্রাগুক্ত, নোট ২৫।
১১৬. আই ও এম, কক্সবাজার জেলার মানবিক সেবা প্রদান করা নিয়ে আইওএম এর চুক্তি, আইওএম বাংলাদেশ নিউজ লেটার, ইস্যু ১, মার্চ ২০১৫।
১১৭. প্রাগুক্ত জামান টীকা ২০।
১১৮. পারভেজ ভি ব্রোনেল, ৩৫৬ ইউ এস ৪৪,৬৪ (১৯৫৮) (ওয়ালেন, সি, ডিসেন্টিং); আরো দেখুন উইজব্রড, ডি অ্যান্ড কলিন্স, 'দ্য হিউম্যান রাইটস অব স্টেটলেস পারসন' হিউম্যান রাইটস কোয়ার্টালি, ভলিউম ২৮, ২০০৬, পৃষ্ঠা ২৪৮।
১১৯. প্রাগুক্ত, উইজব্রড এবং কলিন্স।

হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। বাংলাদেশের ICCPR, CRC, CEDAW Ges ICERD অনুমোদন দেওয়ার জন্য এগুলো মেনে চলার বাধ্যবাধ্যকতা আছে। ICCPRএর অনুচ্ছেদ ২৪এ উল্লেখ আছে প্রত্যেক শিশুর নাগরিকত্বের জন্ম এবং নামের নিবন্ধিকরণের অধিকার আছে। CRC অনুচ্ছেদ ৭এ উল্লেখ আছে প্রত্যেক শিশুর নামকরণ, জন্ম বিন্ধীকরণ এবং CEDAW অনুচ্ছেদ ৯ অনুযায়ী রাষ্ট্রের 'সমস্ত মহিলাদের পুরুষের সমান অধিকার অনুমোদন দেওয়া, জাতীয়তা পরিচয়ের পরিবর্তন অথবা রক্ষা করা এবং শিশুদের জাতীয়তার ক্ষেত্রে সমস্ত মহিলাকে পুরুষের সমান অধিকার দেওয়া' অনুমোদন করা উচিৎ। আরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বিবাহ যেন মহিলাদের জাতীয় পরিচয়ের ওপর প্রভাব বিস্তার না করে। সর্বশেষে ICERD এর অনুচ্ছেদ ৫ অনুযায়ী বাংলাদেশের জাতীয়তার ক্ষেত্রে 'জাতি, বর্ণ, রঙ, জাতি অথবা গোষ্ঠীর' জন্মসূত্র যাতে বিবেচ্য না হয় তা সুনিশ্চিত করবে। নিমোক্ত আলোচনা রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না।

উপরোক্ত লেখা অনুযায়ী, বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬ এ উল্লেখ আছে, 'বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বার সুনিশ্চিত ও পরিচালিত' এবং 'বাংলাদেশের জনঘণ বাঙালি জাতি হিসেবে পরিচিত এবং বাংলাদেশের নাগরিক বাংলাদেশি হিসেবে পরিচিত। ১২০ বাংলাদেশে জাতীয়তা বা নাগরিকতা নিয়ন্ত্রিত হয় নাগরিকত্ব আইন ১৯৫১। ১২১ এবং প্রণালী ১৯৫২, নাগরিকত্ব আইন ও প্রণালি ১৯৭৮; একই সাথে রাষ্ট্রের ন্যাচারালইজেশন আইন ১৯২৩ এবং ধারা ১৯৬১ আইন ও প্রণালিগুলোর সমন্বয়ে। দ্য ন্যাচ্যারালাইজেশন অ্যাক্ট ১৯২৬ ১২২ ব্রিটিশ কলোনিয়াল সময়ে গৃহীত হয়েছিল এবং বাংলাদেশ তৎকালীন পাকিস্তানের অধীনকালে সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট ১৯৫১ সালে গৃহিত হয়। পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশ ৪৮ নং প্রেসিডেন্ট অর্ডার ১৯৭২ দ্বারা পাকিস্তান সমস্ত আইনে গৃহীত হয়। ১২৩ পরবর্তীকালে ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭২ এ বাংলাদেশ সিটিজেনশিপ (অস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা) যে সকল ব্যাক্তি স্বাধীনতার সময়ে বাংলাদেশে অবস্থান করে থাকে অনিবার্যভাবে ওনারা বাংলাদেশের নাগরিক হন। ১২৪

বর্তমানে সরকার নতুন নাগরিকত্ব আইন প্রণয়ন করেছে যা দ্বারা ১৯৫১ অ্যাক্ট এবং আদেশনামা ১৯৭২ বাতিল করা হবে। ফেব্রুয়ারি ২০১৬, ক্যাবিনেট এ খসড়া আইনের অনুমোদন করেছে। যদিও সরকার এই আইনের জনসমুখে আনেনি, অনেকটা ইচ্ছাকৃতভাবে, আইনজ্ঞ এবং অধিকাররক্ষা কর্মীরা মনে করছেন এই আইন আরো বেশি করে রাষ্ট্রহীনতা ও নেতিবাচক মনোভাব তৈরি করবে। ১২৫

বংশ পরম্পরায় নাগরিকত্ব এবং রোহিঙ্গাদের ওপর প্রভাব

Jus soli Ges এবং jussanguinis এই দুটো হচ্ছে সনাতন পদ্ধতিতে নাগরিকত্বের ব্যবস্থা। Jus sanguinis হচ্ছে উত্তরাধিকার সূত্রে এবং Jus soli হচ্ছে জন্মাধিকার সূত্রে নাগিরিকত্ব অর্জন। লক্ষ্যণীয় বাংলাদেশে ঐতিহাসিকভাবে Jus soli নীতি অনুসরণ করে কিছু সীমিত ক্ষেত্রে, যেহেতু কেবল সেই সকল মানুষ বাংলাদেশ ভূখণ্ডে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে বসবাস করছে। তারাই নাগরিকত্ব পায়। ১২৬

---

১২০. প্রাগুক্ত, নোট ৭৫, আর্টিকেল ৬।

১২১. নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫১, ১৩ এপ্রিল ১৯৫১, অ্যাক্ট নং ওও ১৯৫১। দ্বিতীয় নাগরিকত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০৯, ৫ মার্চ ২০০৯ সংশোধন করা হয়েছে, ২০০৯ সালের আইন নং ;;;

১২২. ন্যাচারালাইজেশন অ্যাক্ট ১৯২৬। অ্যাক্ট নং ;;; ১৯২৬

১২৩. প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার নং ৪৮, ১৯৭২, বাংলাদেশ গেজেট, এক্সট্রা ওর্ডিনারি পার্ট ;;;, ২২মে ১৯৭২।

১২৪. প্রেসিডেন্টস অর্ডার নং ১৪৯, ১৯৭২, বাংলাদেশ গেজেট, এক্সট্রা অর্ডিনারি ;;;, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭২, পুনঃ ২৫ ডিএল আর (১৯৭৩) পৃষ্ঠা ৫৭। এই আইন অনেকবার সংশোধন করা করা হয়েছে বাংলাদেশ নাগরিকত্ব আইনের আওতায় (টেম্পোরারি প্রভিশন) ১৯৭৮, প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং ১৪৯, ১৯৭২, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭২।

১২৫. আবরার, সি আর, 'দ্য কিউরিয়াস কনটেন্ট অব দ্য সিটিজেনশিপ ল্য' দি ডেইলি স্টার ৪ জুন ২০১৬, লিঙ্ক ঃ: http://www.thedailystar.net/op-ed/politics/the-curious-contents-the-citizenship-law-1233943

১২৬. ইসলাম, এম আর 'দি ন্যাশনাল ল্য অ্যান্ড প্র্যাকটিস অব বাংলাদেশ' ইন কেও এস (এড), ন্যাশনাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ল্য ইন এশিয়ান পারপেসটিভ, মার্টিনিয়াল নিজফ পাবলিশারস ১৯৯০।

সেইসময় থেকে, দেশে মূলত নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে jussanguinis নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। ২০০৮ পর্যন্ত শুধুমাত্র বাংলাদেশি পিতারপরিচয়ে শিশুদের অবশ্যম্ভাবী নাগরিকত্ব প্রথা চালু ছিল। শিশুর জন্ম দেশে বা বিদেশে যেখানেই হোক না কেন এবং শিশুর বৈধতা ছিল। ১২৭ নাগরিকশময় (সংশোধন) আইন ২০৯, ''পিতা'' শব্দের পরিবর্তে 'পিতা অথবা মাতা' করা হয়, এর ফলে শিশুদের বাংলাদেশের নাগরিকত্বের অধিকার পেতে পারে এই শর্তে যে, যদি পিতা অথবা মাতার কেউ একজন বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে থাকে। এই রূপে jussanguinis নীতির ওপর ভিত্তি করে মূলত বাংলাদেশের জন্মভিত্তিক নাগরিকত্ব স্থির করা হয়।

বাংলাদেশ নাগরিকত্ব আইন যা বাংলাদেশ jus sanguinishave নীতি অনুযায়ী তৈরি হয়েছে তা বহুল পরিমাণে বংশ পরম্পরায় অবস্থিত রোহিঙ্গাদের যাদের বেশিরভাগের আগমন এই দেশে। ১৯৭২ এর পরে কার্যকরভাবে স্বদেশহীন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ২০১১ সাল পর্যন্ত উদ্বাস্তু শিবিরে জনসংখ্যা ৫৯ শতাংশ শিশু উদ্বাস্তু, অর্ধেকের বেশি জন্ম হয়েছে বাংলাদেশে। ১২৮ একচেটিয়াভাবে এই নীতি অনুসরণ করার ফল ঃ স্বদেশহীনতার তকমা, জন্মস্থান, বসবাসের বৎসর, সাংস্কৃতিক বন্ধন নির্বিশেষ, বংশপরম্পরায় ধরে চলে আসছে, অথবা কিছু ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিদের কেউই প্রবেশ করেনি কিংবা অন্য রাষ্ট্রে বসবাস করেনি। ১২৯

মিশ্র বিবাহে শিশুর জন্মগ্রহণ

বাংলাদেশে মাতাপিতার পরিচয়বিহিন বা বংশদ্ভুতছাড়া শিশুর জন্ম বাংলাদেশের নাগরিক হতে পারে না। ফলস্বরূপ, রোহিঙ্গা পিতামাতার রোহিঙ্গা শিশু বাংলাদেশের নাগরিক হতে পারে না। কিন্তু, যদি কোনো পিতা মাতার একজন যদি বাংলাদেশের **নাগরিক হয়ে থাকে তবে সেই শিশু নাগরিকত্ব পেয়ে থাকে**।১৩০ কর্মকর্তারা স্বীকৃতি দেওয়া আছে। বাস্তবে নিবন্ধীকরণ এবং তাদেল জাতীয়তাবাদের স্বীকৃতি দিতে বাংলাদেশের কর্মকর্তারা অনিচ্ছুক থাকে। সাধারণত যেসব শিশুদের পিতামাতা রোহিঙ্গা। এরকম কোনো ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় না যেখানে শিশুর এক অভিভাবক রোহিঙ্গা অন্য অভিভাবক বাংলাদেশি (তথাকথিত মিশ্র বিবাহ) আইনের দ্বারা বাংলাদেশের নাগরিকতা অর্জন করেছে। ১৩১ এর ফলে মিশ্র বিবাহের দরুণ শিশুর জন্ম কার্যত তারা রাষ্ট্রহীন পরিচয় পায়।

বিবাহের দ্বারা অর্জিত জাতীয় পরিচয়

রোহিঙ্গা মহিলাদের বাংলাদেশের নাগরিকতা অর্জনের আরেকটা উপায় হলো কোনো বাংলাদেশি নাগরিককে বিয়ে করা। নাগরিকত্ব আইন অনুসারে অনাগরিক কোনো মহিলা বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পেতে পারেন যদি তার স্বামী বাংলাদেশি হন। অনুচ্ছেদ ১০(২) ধারায় উল্লেখ আছে ঃ

> একজন মহিলা, যিনি বাংলাদেশের নাগরিককে বিয়ে করেছেন অথবা কোনো এক ব্যক্তি যিনি মৃত্যুর জন্য বাংলাদেশের নাগরিক অভিহিত হতে পারেন ধারা ৩,৪ অথবা ৫ অনুযায়ী, সরকারকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদন করতে হবে, এবং তিনি যদি বিদেশি হন, domicile প্রমাণপত্র যোগাড় করতে হবে এবং আইনের ধারা অনুযায়ী আনুগত্যের শপথ গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব গণ্য হবে। ১৩২

---

১২৭. প্রাগুক্ত, টীকা ১২০, আর্টিকেল ৪, অ্যান্ড ৫, প্রাগুক্ত ৮-৯।

১২৮. প্রাগুক্ত নোট ২৩, পৃষ্ঠা ৩

১২৯. ব্যাচেলর, সি এ 'ইউ এন এইচ সি আর ইস্যু রিলেটেড টু ন্যাশনালিটি' রিফিউজি স্টাডিজ কোয়ার্টারলি, ভলিউম ১৪, ১৯৯৫ পৃষ্ঠা ১০৪।

১৩০. ইন্টারভিউ উইথ ইউ এনএইচসিআর স্টাফ মেম্বরস, ১০ অক্টোবর ২০১৫ ঢাকা। ইউএনএইচসিআর মনে করে সরকারের সদিচ্ছা থাকলে এই প্রকিয়া সয়ংক্রিয়ভাবে বাস্তবায়ন করা যায়।

১৩১. প্রাগুক্ত।

১৩২. প্রাগুক্ত, নোট ১২০, আর্টিকেল ১০ (২)।

লক্ষ্যণীয়, কোনো বাংলাদেশি নারী বিয়ের মাধ্যমে তার বিদেশি স্বামীকে নাগরিকত্ব অর্পণ করতে পারেন না। এই অসাংবিধানিক বিধান সবার সমান সমতা অধিকারকে লঙ্ঘন করে কিন্তু সংবিধানের ধারা ২৪ উল্লেখ করে '(এই) রাষ্ট্র ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্য প্রদান করতে পারে না।' এবং রাষ্ট্রে সমস্ত বিষয়ে এবং সামাজিক অবস্থানগতভাবে নারী এবং পুরুষের সমান অধিকার।১৩৩

সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দাবি করা হয়েছে উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দিকে বাংলাদেশী ও রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ খুবই প্রচলন. এই ধরনের বিয়ে রোহিঙ্গারা 'একত্রীকরণ কৌশল' হিসেবে ব্যবহার করে। ১৩৪ সরকারিভাবে রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশিরদের মধ্যে বিয়ের কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। অধিকন্তু, প্রথম পর্যায়ে আদম শুমারি অনিবন্ধিতি রোহিঙ্গাদের ওপর সম্পন্ন হয়েছে। ১৩৫ একটি সংবাদে কক্সবাজার জেলা পরিসংখ্যান অফিস থেকে পাওয়া তথ্যের উৎস দাবি করা হয়েছে। উল্লেখ্য আদম শুমারিতে ৩৭ হাজার রোহিঙ্গা পরিবারের গণনা হয়েছে, ১৭ হাজার মিশ্র বিবাহ হয়েছে রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশিদের মধ্যে। ১৩৬ এই পরিসংখ্যান একটি নমুনা মাত্র, প্রায় অর্ধেকের মতো অনিবন্ধিত রোহিঙ্গারা স্থানীয় বাংলাদেশিদের বিয়ে করে।

যা হোক কোনো রোহিঙ্গা নারী বিবাহিত সম্পর্কের মাধ্যমে বাংলাদেশি নাগরিকত্ব অর্জন করেছে এরকম কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। প্রতিবেদিত হয়েছে যে, এই ধরনের বিয়ে প্রায়ই সরকারিভাবে নিবন্ধিত হয় না। ১৩৭ সরকারি নথিভুক্তবিহীন বিয়েতে নাগরিক্তব অর্জিত হয় না।

৪. বাংলাদেশে রোহিঙ্গা প্রাসঙ্গিক অন্যান্য মানবাধিকার ঃ চলাফেরার স্বাধীনতা

অনুচ্ছেদ ২ এ উল্লিখিত, জ্জঝ্খঞ্চট্র সহ বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক দলিলে চলাফেরার স্বাধীনতা স্বীকৃতি আছে। ১৩৮ হিউম্যান রাইটস কমিটি বিশেষভাবে উল্লেখ করে যে সব বিদেশিদের অবস্থা রেগুলাইডজ করা হয়েছে। তাদের স্বাধীন চলাফেরা করার অধিকার আছে। ১৩৯

বাংলাদেশে নিবন্ধিত রোহিঙ্গারা চলাফেরার ওপর অনেক ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন। চলাফেরার ওপর বিধিনিষেধ অন্যান্য অধিকারের প্রভাব ফেলে বিশেষ করে জীবিকার সংস্থানের ওপর। ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ সরকার UNHCR এর সাথে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরক করেন; এই মউ চুক্তির শর্তাবলীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল উদ্বাস্তুরা শিবিরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে এবং উদ্বাস্তুরা কোনো অর্থ উপার্জনের প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত থাকতে পারবে না। ১৪০ ভারপ্রাপ্ত ক্যাম্প ইন চার্জ (সিআইসি) থেকে চিকিৎসার জন্য অথবা অন্য শিবিরে উদ্বাস্তুদের সঙ্গে দেখা করলেহলে শরণার্থীরা একদিন এর জন্য পাসের আবেদন করতে পারেন; একদিনের বেশি সময়ের জন্য পাস খুব কমই দেওয়া হত এবং নীতিগতভাবে পাস বিনামূল্যে দেওয়ার নিয়ম কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উদ্বাস্তুদের প্রায়শই মূল্য দিতে হত। ১৪১

---

১৩৩. প্রাগুক্ত, নোট, ৭৫, আর্টিকেল ২৮ (২)।

১৩৪. গুহঠাকুরতা অ্যান্ড বেগম, প্রাগুক্ত নোট ৩৩ পৃষ্ঠা ২০।

১৩৫. প্রাগুক্ত জামান, নোট ২০।

১৩৬. জিনাত, এম.এ., '৩ লাখ রোহিঙ্গা অবৈধভাবে বসবাস করছে' দ্য ডেইলি স্টার ১৮ জুন ২০১৬। একানে দেখতে পাবেন ঃ http://www.thedailystar.net/frontpage/three-lakh-illegal-rohingyas-1241512d

১৩৭. আই সি সি আর আর্টিকেল ১২।

১৩৮. হিউম্যান রাইটস কমিটি, জেনারেল কমিটি নং ২৭, ফ্রিডম অব মুভমেন্ট (আর্টিকেল ১২)। ইউ এন ডকু সি সি পি আর /সি/২১/রেভ ১/এড ৯, ১৯৯৯।

১৩৯. প্রাগুক্ত, নোট ২৩ পৃষ্ঠা ৯।

১৪০. প্রাগুক্ত।

১৪১. প্রাগুক্ত, নোট ৩৯ প্রাগুক্ত নোট ৪০।

দেশহীন অনিবন্ধকারী রোহিঙ্গাদের, সরকারিভাবে কোনো অনুমতি বা নিষেধাজ্ঞা ছিল না, ঘোরাফেরার ওপর। তবে অস্থায়ী ক্যাম্পে যারা থাকত, ঝুঁকি থাকত শিবিরের বাইরে যাওয়ার বিদেশি আইনের অধীনে গ্রেপ্তার ও আটক। ক্যাম্পে জীবিকার কোনো সংস্থান ছিল না, এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ অনিবন্ধিত রোহিঙ্গাদের সাহায্যের ব্যবস্থা ছিল না।[১৪২]ফলস্বরূপ, অনেক রোহিঙ্গা কক্সবাজারে রীতিবিরুদ্ধ কর্মসংস্থানে নিয়োজিত ছিল। গ্রেফতারের আশঙ্কায় তারা।সবসময় ভয়ের মধ্যে থাকে এবং কিছু অসৎ কর্মচারী এই পরিস্থিতির সুযোগে তাদের কম মজুরি দিয়ে থাকে।[১৪৩] উপরন্তু পুলিশের গ্রেফতার ও আটক ব্যতিত, রোহিঙ্গারা স্থানীয় জনসাধারণের দ্বারা পীড়ন, হয়রানি এবং প্রহৃত হয়। মায়ানমারে তাদেরকে 'কালার' এবং 'বাঙালি' বলে হয়রানি হতে হতো[১৪৪] বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের 'বারমাইয়া' বলে কক্সবাজারে প্রায়শই তাদের গালাগাল করা হয়। 'রোহিঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি' কক্সবাজারের বিভিন্ন জায়গায় ঘৃণামূলক প্রচালনার নেতৃত্ব দিয়ে থাকে।[১৪৫] রোহিঙ্গারা নিজেদের রোহিঙ্গা পরিচয়ের কারণেই সাধারণত নিজেদের পরিচয় গোপন রাখে এবং নিজেদের গুটিয়ে রাখতে বাধ্য হয়।[১৪৬] এ সমস্ত ঘটনা থেকে বোঝা যায় তাদের স্বাধীনভাবে ঘোরাঘুরি গুরুতরভাবে সীমিত রাখতে হয়।

রোহিঙ্গারা যদি বিদেশে যেতে চায়, তাদেরকে মানুষ পাচারকারীদের সাহায্য নিতে হয় অথবা দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তাদের ঘুষ দিয়ে পাসপোর্ট হাসিল করতে হয়।[১৪৭] UNHCR হিসেব অনুযায়ী ২০১২ থেকে ২০১৫,[১৪৮] ১ লাখ ৭০ হাজার লোক নৌকায় করে মায়ানমার এবং বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী থেকে থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া চলে গেছে। এছাড়া কিছু লোক জীবিকার প্রয়োজনে বিদেশে যেতে চায়। এরা নৌপথে মালয়েশিয়ার যাচ্ছে ঝুঁকি নিয়ে। মালয়েশিয়ার অধিক সংখ্যক রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশিদের বাস।

এই বিপজ্জনক যাত্রার মাধ্যমে ধারণা করা যায় ক্ষুধা, নিদ্রাহীনতা, জলে ডুবে স্মাগলার ওপাচারকারীদের অত্যাচার ২০০০ লোকের মৃত্যু হয়েছে।[১৪৯] নির্যাতনের উদাহরণ হিসেবে বলা যায় - বঙ্গোপসাগর এবং আন্দামান সাগর অতিক্রম করে কষ্টসাধ্য যাত্রার পরে তাদের মালয়েশিয়ার সীমানার থাইল্যান্ডের গভীর জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হয়। মুক্তিপণ না দিলে তাদের আটক এবং অত্যাচার করা হয়। ক্যাম্পে থাকাকালীন বিভিন্ন কারণে এরা মারা যায় যেমন মারধর, অনাহার, অসুস্থতা প্রভৃতি। ধারণা করা হয় ট্রানজিট ক্যাম্পে কয়েকশ জনের মৃত্যু হয়েছে। থাইল্যান্ডের জঙ্গলে[১৫০] বেশ কয়েকটি গণকবরের সন্ধান মেলে এবং গণমাধ্যমে এ খবর বেশ গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয়। জীবিকার লোভ দেখিয়ে রোহিঙ্গা পাচার একটি লাভ জনক ব্যবসা। ইউএনএইচসিআরের ধারণা, এভাবে মানবপাচারের মাধ্যমে সারাবছর ১০০ মিলিয়ন ডলার আয় হয়।[১৫১]

---

১৪২. পূর্বে উল্লিখিত, টীকা ৩৯ এবং উল্লিখিত, টীকা ৪০।

১৪৩. আজাদ, এ এবং জাকিয়া, তি. এ., 'কর্মসংস্থান ও রাষ্ট্রহীনদের একত্রীকরণ ঃ কক্সবাজারে রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে' চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সোশ্যাল সাইন্স জার্নাল ;;;। ২০১২ সালে কোয়ালেটেটিভ ইন্টারভিউ ওপর ভিত্তি করে কক্সবাজারে এই সমীক্ষাটি করা হয়। অনিবন্ধিত মানুষ প্রায়ই যেখানে জীবিকার জন্য সুযোগ আছে সেই এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করে। প্রাগুক্ত নোট ১৯ পৃষ্ঠা ২১। তাছাড়াও, সংবাদ মাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী রোহিঙ্গারা কক্সবাজার জেলার শ্রমবাজারের আধিপত্য বিস্তার করেছে। দ্য ডেইলি অবজারভার, নিউজ লিঙ্ক ঃ; Rohingyas dominate labour market in CBazar, The Daily Observer, 1 May 2015, Availableat:http://www.observerbd.com/2015/05/01/86504.php

১৪৪. প্রগুক্ত, ফোটি রাইটস, পৃষ্ঠা ১৬।

১৪৪. প্রগুক্ত, ফোটি রাইটস, পৃষ্ঠা ১৬।

১৪৫. লেওয়া, সি, আরাকান প্রোজেক্ট ১১, অনিবন্ধনকারী রোহিঙ্গা রিফিউজিস ইন বাংলাদেশঃ ক্র্যাকডাউন, ফোরসড ডিসপ্লেসমেন্ট অ্যান্ড হাঙ্গার ফেব্রুয়ারী ২০১০, পৃ.৭..

১৪৬. প্রাগুক্ত, নোট ৪০।

১৪৭. কক্সবাজারের স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে টেলিফোন সাক্ষাৎকার, নভেম্বর ২০১৫।

১৪৮. ইউএনএইচসিআর মিক্সড মেরিটাইম মুভমেন্টস ইন সাউথ এশিয়া, ২০১৫। ঙ্কি ঃ https://unhcr.atavist.com/mmm2015

১৪৯. প্রাগুক্ত।

রোহিঙ্গা যদি সৌদি আরব ১৫২ বা অন্যান্য উপসাগরীয় দেশে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে পর্যাপ্ত আইনি নথি নিশ্চিত করা আবশ্যক। দেশহীন অবস্থার করুণ, একমাত্র বিকল্প দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তাদের কাছ থেকে জাল বা নকল কাগজপত্র যোগাড় করা। এই উদ্দেশ্যে কতজন রোহিঙ্গা পাসপোর্ট যোগাড় করতে সক্ষম হয়েছে তার নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। এরপরও প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী অনুমান করেন ৫০ হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশে আছে। ১৫৩ পাসপোর্টধারী রোহিঙ্গারা অনেক সময় বিদেশে যাওয়ার কালে বিমানবন্দরে ধরাও পড়ে। পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়। ১৫৪

বাংলাদেশের আইনে রোহিঙ্গাদের চলাফেরা করার অধিকার নেই। ICCPR মধ্যস্থতায় শিবিরে বসবাস কারী নিবন্ধনকৃত রোহিঙ্গারা 'আইনগত সীমানার মধ্যে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে। রোহিঙ্গাদের বড় সংখ্যকই নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন করে। এটি তাদের কেবল কষ্ট বাড়িয়ে তোলে। রোহিঙ্গাদের ভ্রমণ সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য সরকার থেকে ভ্রমণ নথির ব্যবস্থা করতে পারে। যা তাদের আইনগত ঘোরাফেরার সাহায্য করবে।

৫. রোহিঙ্গা প্রাসঙ্গিত বাংলাদেশে অন্যান্য মানবাধিকার ঃ জন্ম নিবন্ধন

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ২০০৪ নিয়মানুসারে সব শিশুরই জন্ম নিবন্ধন সনদ বাধ্যতামূলক। ১৫৫ অ্যাক্ট ২০০৪ অনুসারে সবার জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বাধ্যতামূলক এমনকি উদ্বাস্তুদের। ১৫৬ নিবন্ধন আইনের অনুচ্ছে (৬) এ উল্লেখ আছে, নিবন্ধন অধিকারীর দায়িত্ব 'সকল ব্যাক্তির জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন' এবং জন্ম মৃত্যু সনদ ইস্যু করা। ১৫৭ ব্যক্তি বলতে বোঝায়, 'বাংলাদেশে বসবাস কারী কোনো দেশি বা বিদেশি এবং কোনো শরনার্থী বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। ১৫৮ বাংলাদেশে একমাত্র এই আইন যেখানে উদ্বাস্তু শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলাদেশি আইন অনুযায়ী, বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শিশুদের জন্ম নিবন্ধন করার অধিকার আছে। ১৫৯

রেজিস্টার প্রত্যাখ্যান করলে বা সিদ্ধান্তের রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করা যায়। এ আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ যাতে জরিমানা অথবা দুই মাসের কারাদন্ড হতে পারে। ১৬০ জন্ম নিবন্ধন সনদ অফিস, আদালত, শিক্ষা সংস্থা সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রযোজ্য। ১৬১ উদাহরণস্বরূপ যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্ম নিবন্ধন সনদ প্রয়োজন যা ৪৫ দিনের মধ্যে জমা দিতে হয়। ১৬২ মূলত যদি একটি রোহিঙ্গা শিশু স্থানীয় বাংলাদেশে স্কুলে ভর্তি হতে চায় তাকে জন্মনিবন্ধন সনদ দিতে হয়। কেননা সনদ ছাড়া তাদের স্কুলে ভর্তি করা যায় না। তবে অনেক সময় অনিবন্ধিত রোহিঙ্গারা তাদের শিশুদের জন্মসনদ করতে চায় না।

---

১৫০. গারডিয়ান, আশঙ্কা করা হচ্ছে থাইল্যাণ্ড মানবপাচারে মৃতের সংখ্যা এ পর্যন্ত অনুমানের থেকে অনেক বেশী, দ্য গারডিয়ান, ৬মে ২০১৫, বিশদভাবে জান্তে ঃhttp://www.theguardian.com/global-development/2015/may/06/thailand-human-trafficking-mass-grave-burma-rohingya-people

১৫১. ইউএনএইচসিআর মিক্সড মেরিটাইম মুভমেন্টেস ইন সাউথ এশিয়া, ২০১৫ পৃষ্ঠা ২০১৫, লিঙ্ক ঃ https://unhcr.atavist.com/mmm2015

১৫২. সংবাদ প্রতিবেদন অনুযায়ী নিদেনপক্ষে চার মিলিয়ান বর্মি মুসলমান সৌদি আরবে আছে এবং এক লাখ ৭০ হাবার জন্য আকামা (প্রবাসীদের বসবাসের জন্য পারমিট) অর্জন করেছেন। আরব নিউজ, মার্চ ১৬, ২০১৫ http://www.arabnews.com/saudi-arabia/news/718891.

১৫৩. বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে ৫০ হাজার রোহিঙ্গা বিদেশে বসবাস করছে। আগস্ট ১৩ ২০১৫, লিঙ্ক দেখুন ঃ
আরো জানতে চৌধুরী কে আর 'সৌদি আরব বসবাসকারী রোহিঙ্গাদের বাংলদেশি পাসপোর্ট ত্যাগ করতে হবে', ঢাকা ট্রিবিউন ২০ জুলাই ২০১৩, বিস্তারিত ভাবে ঃ http://www.dhakatribune.com/bangladesh/2013/jul/20/rohingyas-living-saudi-arabia-must-forego-bangladeshi-passports.

১৫৪. দ্য ডেইলি স্টার, রোহিঙ্গাদের কাছে সবুজ পাসপোর্ট, ১২ আগষ্ট ২০১২, বিস্তারিত ঃhttp://archive.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=245812

১৫৫. সিয়ারসি, অনুচ্ছেদ ৭(১)

১৫৬. জন্ম এবং মৃত্যু নিবন্ধীকারী আইন, ৭ ডিসেম্বর ২০০৪

নিবন্ধিত ক্যাম্পগুলোতে, প্রাথমিকভাবে সরকার রাজি হয়েছে জন্মনিবন্ধন সার্টিফিকেট দেওয়া এবং ইতিমধ্যে বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করা শিশুদের নিবন্ধীকরণ কাজ শুরু হয়েছে।[১৬৩] যদিও, অনিবন্ধিত রোহিঙ্গারা তাদের সন্তানের জন্ম নিবন্ধন করতে অক্ষম।[১৬৪] এই ব্যবস্থা জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ২০০৪ লঙ্ঘন করে এবং সিয়ারসি অধিন বাংলাদেশের বাধ্যবাধকতা। শিশুদের স্থানীয় স্কুলে সার্টিফিকেট ছাড়া ভর্তি হয়না।

৬. পরিশেষে

অল্প সংখ্যক রোহিঙ্গা যারা নিবন্ধিত শরণার্থীর মর্যাদা লাভ করেছে, অধিকাংশ অনিবন্ধিত রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আইনি মর্যাদা ছাড়া বসবাস করে। তারপরও বলা যায় মিয়ানমারের তুলনায় রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে অবস্থান করে। যদিও তাদের চলাফেরার উপর বিধিনিষেধ রয়েছে, জীবিকার সুযোগ সীমিত, শিক্ষা ব্যবস্থার পর্যাপ্ত সুযোগ নেই, তাদের মৌলিক অধিকার নেই। বাংলাদেশ সরকার এবং স্থানীয় জনগণ সুযোগ সুবিধার অভাব সত্বেও উদ্বাস্তুদের উপস্থিতি মেনে নিয়েছে, তবে যেখানে মানুষের মৌলিক অধিকার ও চাহিদার অভাব তা কখনি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

৭. বাংলাদেশ সরকারের কাছে সুপারিশ

১. non-refoulement এর সমস্ত নীতিকে সবসময় স্বীকার করা উচিৎ।

২. নির্বিশেষে সবার জন্য আইনি অবস্থার সুযোগ দেওয়া বিশেষ করে অনিবন্ধিত রোহিঙ্গাদের।

৩. জরুরী প্রয়োজনে অনিবন্ধিত রোহিঙ্গাদের মৌলিক সেবা প্রদান এবং সেইসব ব্যক্তিদের আত্মনির্ভরশীলতা সুযোগের মাধ্যমে তাদের বিকাশ সাধন করা।

৪. বাংলাদেশি আইন অনুযায়ী সমস্ত রোহিঙ্গাদের জন্মনিবন্ধন নিশ্চিত করা।

৫. বাংলাদেশি আইন অনুযায়ী সন্তানের পিতামাতা যদি বাংলাদেশি নাগরিক হয় তাদেরকে নাগরিকত্ব প্রদান করা।

৬. রোহিঙ্গাদের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ভ্রমণের জন্য ভ্রমণ পাশ অনুমোদন করা হোক। যা তাদের স্বাধীনভাবে চলাচলের অধিকার নিশ্চিত করবে।

৭. বাংলাদেশের শ্রমবাজারের যে সব ক্ষেত্রে শ্রমিকের চাহিদা রায়েছে সেখানে কাজের ব্যবস্থা করা হোক। অন্যদিকে সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে রোহিঙ্গাদের নতুন নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। নতুন নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হলে রোহিঙ্গারা কেবল নয়, স্থানীয় জনসাধারণ উপকৃত হবে।

৮. ফরেনার এ্যাক্ট ১৯৪৬ অনুযায়ী অনিবন্ধিত রোহিঙ্গাদের গ্রেফতার ও আটক বন্ধ করতে হবে।

---

১৫৭. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ৬।
১৫৮. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ২(;;;)।
১৫৯. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ২০।
১৬০. প্রাগুক্ত, আর্টিকেল ২১।
১৬১. প্রাগুক্ত, আর্টিকেল ১৮ (১)।

৯. যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যতিত অন্যান্য কারাবন্দি রোহিঙ্গাদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক।

১০. আইনী মর্যাদা নির্বিশেষে সকল রোহিঙ্গা শিশুদের শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১১. শরণার্থীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং আরোপিত নিষেধাজ্ঞা বাতিল করতে হবে।

১২. রোহিঙ্গা বিরোধী ঘৃণ্য প্রচারণা বন্ধ করার জন্য সচেতনামূলক প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করতে হবে।

---

১৬২. প্রাগুক্ত, আর্টিকেল ১৮ (৪)।

১৬৩. ইউএনএইচসিআর সদস্যদের সাক্ষাৎকার, ১০ অক্টোবর ২০১৫, ঢাকা।

১৬৪. প্রাগুক্ত, আরো দেখন কিরাগু, রসি এন্ড মরিস, প্রাগুক্ত নোট ২৩, পৃষ্ঠা ১৪।